ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 June, 2023 ■ আগরতলা ২৩ জুন ২০২৩ ইং ■ ৭ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

২৪ এর লক্ষ্যে আজ পাটনায় বিরোধীদের সম্মিলিত বৈঠক

পাটনা, ২২ জুন (হি. স.)।। ২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে আগামীকাল পাটনায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সম্মিলিত বৈঠক হতে চলেছে। এই বৈঠকে কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল, আম আদমি পার্টি সহ প্রায় চল্লিশটির বেশী দলের প্রধান নেতৃত্বরা উপস্থিত থাকবেন। এই বৈঠকে রণকৌশল নেয়া হবে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই এই বৈঠকে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার রাতের মধ্যে অনেকে পৌঁছে গিয়েছেন।

বিরোধীদের বৈঠকে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার পাটনায় গিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ফিরহাদ হাকিমও। এদিন বিমানবন্দর থেকে লালুপ্রসাদ যাদবের বাড়িতে যান তিনি। দীর্ঘক্ষণ কথা হয় দু”জনের।

বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে বিরোধীদের বৈঠক ডেকেছেন নীতীশকুমার। সেই বৈঠকে যোগ দিতেই এদিন পাটনা সফরে গেলেন তৃণমূল নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিমানবন্দর থেকে লালুপ্রসাদ যাদবের বাড়িতে যান তিনি। এদিন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে লালুর স্বাস্থ্যের খবর নেন মমতা। আরজেডি সুপ্রিমোর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন মুখ্যমন্ত্রীর দুই সফরসঙ্গী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ফিরহাদ হাকিম। লালু জায়া রাবড়ি দেবী, পুত্র তেজস্বী যাদবের হাতে মমতা তুলে দেন বাংলার মিষ্টি, বস্ত্র। পাল্টা সৌজন্য হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যদের হাতে মধুবনী শিল্প, বুদ্ধমূর্তি ও মধুবনী বস্ত্র উপহার হিসেবে তুলে দেয় যাদব পরিবার।

প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনের আগে একজোট হচ্ছে বিজেপি বিরোধী দলগুলি। বিজেপিকে রোখার কৌশল ঠিক করতে পাটনায় বৈঠকে বসছে বিরোধীরা। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের উদ্যোগে আগামী শুক্রবার এই বৈঠক হতে চলেছে। ওই বৈঠকে যোগদানের কথা আগেই জানিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী। সেখানে মমতার সঙ্গে গিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিরোধীদের বৈঠকে মমতার সঙ্গে অভিষেকেরও যোগদানের সিদ্ধান্তকে ‘তাৎপর্যপূর্ণ’ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। তাঁরা মনে করছেন, ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে জাতীয়স্তরে বিজেপি বিরোধী জোটে তৃণমূলের ‘মুখ’ হিসাবে অভিষেককে তুলে ধরতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী।

সহকর্মীকে হত্যার দায়ে শ্রমিকের দশ বছরের কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। সহকর্মী হত্যার দায়ে ইটভাটার শ্রমিককে ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড, পাঁচ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা এবং অনাদায়ে আরো ২ মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করেছেন পশ্চিম লার জেলা ও দায়রা আদালত। বৃহস্পতিবার সদরের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের মাননীয় বিচারপতি শুভাশীষ শর্মা রায় অপরাধী বন্ধন ঝড়াকে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তির রায় দেন।লেবার পেমেন্ট পেয়ে ইটভাটায় মাইক বাজিয়ে ফুর্তি করছিল জিরানীয়ার জয় ব্রীকস ভাট্টার শ্রমিকরা।

ঘটনা ২০২১ সালের ১৪ই নভেম্বর রাত ১১টা নাগাদ। ঐ সময় জনতপনা সহকর্মী বন্ধন ঝড়ার স্ত্রীকে ধাক্কা দেয়। এই নিয়ে বন্ধন বাড়া জন তপনাকে ডেকে নিয়ে একটি লাঠি দিয়ে জনতপনার মাথায় আঘাত করে। এতে জনতপনা রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ঘটনার পরক্ষনে চিৎকার শুনে অকুস্থলে ছুটে আসে ইটভাটার অপর কর্মী মিঠুন দাস। সে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের চাহিদা নিয়ে আবেদন করছেন গ্রাহকরা ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। রাজ্য সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়ে বিদ্যুৎ গ্রাহকগণ দপ্তরের কাছে তাদের বিদ্যুতের চাহিদা নিয়ে আবেদন করতে এগিয়ে আসছেন। ইতিমধ্যেই আগরতলা শহরের ৩৯৫ জন গ্রাহক বিদ্যুৎ নিগমের কাছে বিদ্যুতের চাহিদার আবেদন জানিয়েছেন। এরমধ্যে ৩২৬ জন গ্রাহকের আবেদনে সাড়া দিয়ে দপ্তর যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আজ সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ এ সংবাদ জানান। তিনি জানান, বিদ্যুতের চাহিদা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই চাহিদার পরিমাণ বিদ্যুৎ দপ্তরকে অবশ্যই জানানো প্রয়োজন। বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে সঠিক তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে। দপ্তর গ্রাহকদের সেই প্রয়োজনীয়তা অনুসারে অতি সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বিদ্যুৎমন্ত্রী দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির উপর আলোকপাত করতে গিয়ে জানান, আগরতলা শহরে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ক্যাবল বসানোর কাজ ২০১২ সাল থেকে শুরু হয়েছে। ২০১২ সাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাড়া বাড়িতে দেহ ব্যবসা করেত গিয়ে আটক মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। ভাড়া বাড়িতে দেহ ব্যবসা করতে গিয়ে স্থানীয়দের হাতে উত্তম মধ্যম খেয়ে থানার লক আপে ঠাঁই হল নাগরের।।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কমলা সাগর বিধানসভার সেকেরকোট রাম ঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন রতন চক্রবর্তীর বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকতো এক মহিলা। ওই মহিলা নিজের স্বামী সন্তান থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে ওই ভাড়া বাড়িতে টাকার বিনিময়ে দেহ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

তবে ওই মহিলাকে হাতে নাতে ধরার জন্য অনেকদিন ধরেই সুযোগ খুঁজে আসছিল স্থানীয় এলাকাবাসী সহ সেকেরকোট ঐকতান সংঘের সদস্যরা।।অবশেষে বুধবার গভীর রাতে ওই মহিলার ভাড়াটিয়া ঘরে পশ্চিমবঙ্গের খড়গপুরের পাপ্পু নামে এক বিবাহিত যুবক ওই মহিলার সাথে ফষ্টিনষ্টি করার সময় স্থানীয় এলাকাবাসীরা এবং ঐকতান সংঘের যুবকরা হাতেনাতে পাকড়াও করে।।জানা গেছে, পাপ্পু পাল সেকেরকোট রেল স্টেশনে কাজের উদ্দেশ্যে আসে।পরে স্থানীয়দের পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয় আমতলী থানায়। খবর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় হাসপাতালে সময়মত আসছেন না কর্মচারীরা, ২৪ জনকে শোকজ নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। বৃহস্পতিবার আচমকা বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়েছেন জেলা শাসক ডা. বিশাল কুমার।এদিন সময়মতো হাসপাতালে অনুপস্থিতির কারণে ২৪ জন স্বাস্থ্যকর্মীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এদিনের জন্য তাঁদের গরহাজির করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাঁদের হাসপাতালে সময়মতো অনুপস্থিত থাকার লিখিত কারণ জানানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন সিপাহিজলা জেলা শাসক।

তিনি বলেন, ইতিপূর্বে একাধিকবার বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের রোগীর পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ উঠছিল। আজ ৯টা নাগাদ বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে এসে তিনি খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারেন ২৪জন স্বাস্থ্য কর্মী সময় মতো হাসপাতালে আসেননি। তাই তাঁদের এদিন গরহাজির করা হয়েছে। সাথে হাসপাতালে অনুপস্থিত থাকার লিখিত কারণ জানানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন জেলা শাসক। অনুপস্থিত স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর হুশিয়ারী, আগামী দিনেও এমন অভিযান জারি থাকবে।

প্রসঙ্গত, বিশালগড় হাসপাতালে চিকিৎসাস পরিষেবা নিয়ে ইতিপূর্বেও বহু অভিযোগ এসেছে। চিকিৎসক থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্তব্যে গাফিলতিরে গুরুতর অভিযোগ উঠে এসেছে বিভিন্ন সময়ে।

গন্ডাছড়ায় পৃথক স্থানে পানীয় জল ও রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। রাস্তা সংস্কার ও পানীয় জলের দাবিতে গন্ডাছড়ায় পৃথক স্থানে পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন এলাকাবাসী।দীর্ঘ দিন ধরে গন্ডাছড়া মহকুমার নারায়ণপুর মগপাড়ায় রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালে পথ অবরোধ করেন এলাকার সাধারণ জনগন।

অপরদিকে গন্ডাছড়া গাছ বাগান এলাকায় পানীয় জলের দাবিতে স্থানীয় মানুষ গন্ডাছড়া-অমরপুর সড়ক অবরোধ করেন। অবরোধের জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন এবং অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেছে। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে, প্রতিনিয়ত ওই এলাকায় জল সরবরাহ এবং রাস্তা সংস্কার করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন স্থানীয় মানুষ।

জনৈক অবরোধকারী জানিয়েছেন, দীর্ঘ দিন ধরে গন্ডাছড়া মহকুমায় মগ পাড়া থেকে গীরাচন্দ্র পাড়া প্রায় আট কিলোমিটার রাস্তা মরণ ফাঁদে পরিনত হয়ে রয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, একাধিকবার এ---বিষয়ে প্রসাশনের পদস্থ আধিকারিকদের জানানো হলেও কোনো সমাধান মিলছে না। অবশেষে আজ সকালে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে গন্ডাছড়া-রহস্যাবাড়ি সড়ক অবরোধ করেন এলাকার সাধারণ জনগন। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর রাস্তা সংস্কার করতে হবে। এই অবরোধের জেরে রাস্তার দুই ধারে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান সন্ত্রাসে গুরুতর আহত চারজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। বাইক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন বাইক চালক। রাজধানীর আশ্রম চৌমুহনী এলাকায় স্থানীয় মানুষ দেখতে পেয়ে ছুটে এসে আহত বাইক চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালে দ্রুত গতিতে আসা টিআর০১এটি৫২৫৫ নম্বরের বাইক প্রথমে একটি অটোর সাথে ধাক্কা লাগে। তারপর অপরদিক থেকে আসা টিআর০১ বি এস ০৪৩৬ নম্বরের গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। ঘটনায় বাইক চালক রাস্তায় ছিটকে পড়েন। তাতে তিনি গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। স্থানীয় মানুষ বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাই আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পুলিশ।

তিনি আরও জানিয়েছেন, বাইক চালক হেলমেট পড়েননি। দ্রুত গতিতে আসার ফলে দুর্ঘটনাটি হয়েছে। কারণ ওই বাইকের গতি ছিল প্রায় একশ কিমি প্রতি ঘন্টা থেকেও বেশি।

তেলিয়ামুড়া অমরপুর সড়কের সাত মাইল এলাকায় দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছেন। ঘটনা বৃহস্পতিবার সকালে তেলিয়ামুড়া থানাধীন তেলিয়ামুড়া অমরপুর সড়কের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে খাদ্য দপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। পাইকারি বাজার ও খুচরো বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যের সামঞ্জস্য বজায় রাখার লক্ষ্যে সদর মহকুমা প্রশাসন ও খাদ্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগরতলা শহরের লেক চৌমুহনী ও দুর্গা চৌমুহনী বাজারে অভিযান চালানো হয়।

প্রতি বছরই বর্ষা মরশুমে বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটে থাকে। একাংশের অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে। জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়লে সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মানুষের পকেট কাটার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালায় একাংশের মজুদদাররা। তাতে সংকটে পড়েন সাধারণ মানুষ। খেটে খাওয়া শ্রমিক দিন- মজুর অংশের মানুষ তাতে অসহায় হয়ে পড়েন। প্রতিবছর এ ধরনের ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন পরিস্থিতি মোকাবেলায় তেমন কোন সাফল্যে পায় না বললেই চলে। অবশ্য এবছর খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পরই সুশান্ত চৌধুরী বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা রেল স্টেশনে অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। রেল স্টেশনে অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। বাধারঘাট রেল স্টেশন চত্বরে ওই মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রেল স্টেশনের কর্মীরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে পুলিশকে খবর পাঠিয়েছিল। পুলিশ ছুটে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছেন, এখনো পর্যন্ত মৃত যুবকের পরিচয় জানা যায়নি।

রেল স্টেশনে জনৈক কর্মী জানিয়েছেন, আজ সকালে বাধারঘাট রেল স্টেশনে কর্মরত কর্মীরা এক যুবককের মৃতদেহ দেখতে পেয়েছিলেন। সাথে সাথে তাঁরা আমতলি থানায় খবর পাঠিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জি বি হাসপাতালে পাঠিয়েছে। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, মৃত যুবককের বয়স আনুমানিক ৩০ বছর হবে। মৃতের এখনো পর্যন্ত পরিচয় জানা যায়নি।

ছাত্রীর শ্লীলতাহানির মামলায় অভিযুক্ত অধ্যাপক দীর্ঘ ছুটিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। অবশেষে একপ্রকার চাপে পড়ে অভিযুক্ত সহকারী অধ্যাপক কে দীর্ঘ ছুটিতে পাঠালো ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গঙ্গা প্রসাদ প্রসেইন বলেন ইউ জি সি গ্র্যান্ড কমিশনে গাইডলাইন মেনেই তদন্ত মোতাবেক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

তিনি বলেন যতদিন না ওই ঘটনার তদন্ত শেষ হচ্ছে ততদিন বিশ্ববিদ্যালয় আসতে পারবেন না অভিযুক্ত সহকারী অধ্যাপক ভূপেশ দেববর্মা। এদিকে ছাত্রীর মানসিক নির্যাতনের মামলার তদন্ত চলছে বলেও জানান তিনি। উল্লেখ্য বিশ্ববিদ্যালয় পাঠরত এক ছাত্রী মানসিক হেনস্তার অভিযোগ করা হয় ফিলোসফির সহকারি অধ্যাপক ভূপেশ দেববর্মার বিরুদ্ধে। অভিযোগ ওই ছাত্রীকে ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় সহকারী অধ্যাপক নানা ধরনের অশ্লীল কথাবার্তা বলে। তাতে ছাত্রীটি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

পরে তাকে টিএমসি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার পর ছাত্র সংগঠন এভিপি সহকারী অধ্যাপকের বরখাস্তের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। আজও সেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে অচৈতন্য অবস্থায় মহিলা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। খোয়াই থানা এলাকার সোনাতলার বাসুদেব বাড়ি সংলগ্ন এলাকা থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক মহিলাকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। খোয়াইয়ের সোনাতলা বাসুদেব বাড়ি এলাকায় এক অজ্ঞতা পরিচয় মহিলাকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজনরা। তাতে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকাবাসীদের মধ্যে।

ঘটনা বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা নাগাদ।এক অজ্ঞতা পরিচয় মহিলাকে রাস্তায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসীরা খোয়াই থানার পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ এসে অজ্ঞাত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের নিয়ে বিভ্রান্তি স্পষ্টীকরণ দিলেন উচ্চ আদালতের বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের পুন:নিয়োগ এবং চাকুরীতে বহাল সংক্রান্ত নির্দেশ দেয়নি ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। স্পষ্টীকরণ দিলেন উচ্চ আদালতের বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড়। পাশাপাশি, আদালতের রায় নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য ত্রিপুরা সরকারকে পুলিশি তদন্তের সুপারিশ করেছেন।

প্রসঙ্গত, চাকুরিচ্যুত তিনজন শিক্ষক ২০২১ সালে উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন। মামলার নম্বর ডব্লিওপি/সিএস ৩৩৪/২০২১ ওই মামলায় শুনানি শেষে গত ৩ মে বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড় রায় দিয়েছিলেন। ওই রায় ঘিরেই ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের জনমনে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল। বিচারপতির ওই রায়ের ভুল ব্যাখ্যায় জনমনে বিভ্রান্তি চরম রূপ নিয়েছিল। ফলে, ত্রিপুরা সরকার ওই রায়ের স্পষ্টীকরণ চেয়ে আদালতে রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছিল। বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড় ওই রায়ের স্পষ্টীকরণ দিয়েছেন। ত্রিপুরা সরকারের এডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শঙ্কর দে উচ্চ আদালতের নির্দেশে বিচারপতির ওই স্পষ্টীকরণ ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা সচিব অবগত করিয়েছেন। বিচারপতি শ্রী গৌড় স্পষ্টীকরণে বলেছেন, গত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৪৮ ▫ ২৩ জুন ২০২৩ ইং ▫ ৭ আষাঢ় ▫ শুক্রবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

উষ্ণায়নে বাড়ছে বিপদ

জল ছাড়া জীবজগতের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। জল মানেই পানীয় বলা যায় না। পরিশ্রুত জলই একমাত্র পান করিবার উপযোগী। কিন্তু ক্রমাগত পরিবেশ দূষণ ও উষ্ণায়নের কবলে পরিয়া পানীয় জল নিয়া সংকটের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই সংকট দূর করিবার জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা সেইসব পদক্ষেপ কিন্তু গৃহীত হইতেছে না। জনসচেতনতাই একমাত্র সংকট মোকাবেলার উপায়। আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই সারা দেশে পানীয় জলের সংকট দেখা দেওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। বিভিন্ন রিপোর্টেও তাহার প্রমান মিলেতেছে। পানীয় জলের সংকট মোকাবিলায় আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বড় ধরনের সংকটের সম্মুখীন হইবে। বিশেষ করিয়া পানীয় জলের অপব্যয় বন্ধ করিবার জন্য জনসচেতনতা বাড়াইতে হইবে। সরকার উদ্যোগই এর জন্য যথেষ্ট নয়। জনগণকে এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হইতে হইবে। অন্যতায় নিজেদের পাপের বোঝা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বহন করিতে হইবে। এক ফোঁটা জলের জন্য হাহাকার করিতে হইবে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশি জলসংকট দেখা দিবে, এমনটাই আশঙ্কা করিল রাষ্ট্রসংঘ। একটি আন্তর্জাতিক রিপোর্টে দাবি করা হইয়াছে, বিশ্বের প্রায় ২০০ কোটি মানুষ এখনই বিশুদ্ধ পানীয় জল পান না। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই সংখ্যাটা লাগাইয়া বাড়িবে বলিয়াই আশঙ্কা রাষ্ট্রসংঘের। তাহাদের পেশ করা রিপোর্টে দাবি করা হইয়াছে, ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশি পানীয় জলের অভাব দেখা যাইবে। তাহার কারণ, বিশুদ্ধ জলের ব্যাপক অপচয় ঘটে এইদেশে।
ঠিক কী পরিসংখ্যান উঠিয়া আসিয়াছে রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে? সেখানে বলা হইয়াছে, এশিয়ার ৮০ শতাংশ মানুষই বিশুদ্ধ জলের সমস্যায় পড়েন। মূলত চিন, পাকিস্তান ও ভারতেই পানীয় জলের অভাব দেখা যায়। সেই কারণেই ধীরে ধীরে পানীয় জলের ভাণ্ডার শেষ হইয়া যাইবে। ২০৫০ সালের মধ্যেই পানীয় জল নিয়া বিশ্বের সবচেয়ে সমস্যাগ্রস্ত দেশ হইবে ভারত।
কেন এমন সমস্যা দেখা দিবে ভারতে? রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে দাবি, "প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি জলের ব্যবহার হয় ভারত-সহ এশিয়ার একাধিক দেশগুলিতে। ব্যবহারের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে জলের অপচয়ও ঘটে। এছাড়াও দূষণ, গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের মতো একাধিক কারণে জলের ভাণ্ডার দ্রুত শেষ হইয়া যাইতেছে।"জলের সমস্যার ব্যাপক প্রভাব পড়িবে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতেও। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নেপালের সঙ্গে ভারতের চুক্তি হইয়াছে। কিন্তু আগামী দিনে সীমান্ত সংলগ্ন নদীর জল ব্যবহার ঘিরিয়া নানা দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে বলিয়াও আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে।

কোভিড-সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে ভারতে; সক্রিয় রোগী কমে ১,৭৮৪, ২৪ ঘন্টায় দু''জনের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ১০০-র নীচেই রয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৪ জন। বুধবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে দু''জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৭৮৪-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। দু''জনের মৃত্যুর পর এযাবৎ মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৯০০ জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬০,০৮২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৩৭৫ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৩৫,৩৪২ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২১ জুন সারা দিনে ভারতে ৬১,২০১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

প্রয়াত আমূল-কন্যার স্রষ্টা সিলভেস্টার দাকুনহা, মুম্বইয়ে জীবনাবসান

মুম্বই, ২২ জুন (হি.স.): আমূল গার্লের স্রষ্টা সিলভেস্টার দাকুনহা প্রয়াত হয়েছেন। মঙ্গলবার গভীর রাতে মুম্বইয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমুল ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর জায়েন মেহেতা এক টুইটে এই খবর জানিয়েছেন। দা কুনহা ৫৭ বছর বয়সে আমুল গার্লের এই কনসেপ্ট তৈরি করেছিলেন। ১৯৬৬ সালে তৈরি হয় আমূলের সেই দুষ্টু-মিষ্টি বালিকা। সেই কন্যার স্রষ্টা সিলভেস্টার দকুনহার মৃত্যুতে শোকাহত আমূলের কর্মীরা।
এক সময়ে টেলিভিশন, সংবাদপত্র খুললেই দেখা যেত দুষ্টি-মিষ্টি সেই বালিকার ছবি। আমূলের মাখনের বিজ্ঞাপনে মুখ দেখাত সে। সেই বালিকাকেই তৈরি করেছিলেন বিজ্ঞাপন জগতে বহু যুগ ধরে কাজ করা সিলভেস্টার। সঙ্গী ছিলেন শিল্প-পরিচালক ইউস্টাস ফার্নানডেজ। আমূলের সেই 'আটারলি বাটারলি ডিলিশাস' এ দেশের সবচেয়ে বেশি সময় ধরে চলা বিজ্ঞাপন। সেই ষাটের দশক থেকে এখনও পর্যন্ত আমূলের ওই বালিকা রীতিমতো জনপ্রিয়।

মণিপুর নিয়ে অমিত শাহের সর্বদলীয় বৈঠকের আহ্বানে 'সামান্য দেরি হয়ে গেল' : কে সি বেণুগোপাল

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি.স.): মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আর তা নিয়ে কটাক্ষ করল দেশের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার মণিপুর পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কর্তৃক আহ্বান করা সর্বদলীয় বৈঠককে 'সামান্য দেরি হয়ে গেল' বলে অভিহিত করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মণিপুরে শান্তি ফেরানোর জন্য যে কোনও ধরনের প্রচেষ্টা করতে হবে।
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল জানান, সমগ্র দেশ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ঐকান্তিক হস্তক্ষেপ আশা করে। তিনি টুইটারে লেখেন, 'মণিপুরে শান্তির জন্য যে কোনও প্রচেষ্টা অবশ্যই হতে হবে। মণিপুরে ৫০ দিনের মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞের পর, সর্বদলীয় বৈঠকের আহ্বান প্রসঙ্গে বেণুগোপাল লেখেন, 'সামান্য দেরি হয়ে গেল।' তিনি দাবি করেন, মণিপুরের জনগণের উদ্দেশে সোনিয়া গান্ধীর বক্তব্যের পরই সরকার জেগে ওঠে। উল্লেখ্য, ২৪ জুন মণিপুর পরিস্থিতি নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

পদত্যাগের সম্ভাবনা খারিজ করলেন রাজীব সিনহা, বললেন এমন কোনও তথ্য পাইনি

কলকাতা, ২২ জুন (হি.স.): রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে পদত্যাগ করার সম্ভাবনা খারিজ করে দিলেন রাজীব সিনহা। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'এমন কোনও তথ্য পাইনি।' রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস তাঁর জয়েনিং রিপোর্ট ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার পরেই জল্পনা ছড়িয়ে পড়ে যে, পদত্যাগ করতে পারেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা। বৃহস্পতিবার অবশ্য পদত্যাগের সম্ভাবনা খারিজ করে দিলেন তিনি। সংবাদমাধ্যমের তরফে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি কি 'পদত্যাগ করছেন? কমিশনের দফতরে ঢোকার আগে একটি বাক্যের উত্তরে রাজীব বলেন, "এমন কোনও তথ্য পাইনি।" যা থেকে মনে করা হচ্ছে, তাঁর পদত্যাগ সংক্রান্ত জল্পনায় আপাতত জল ঢেলে দিলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার।

দেখতে ও দেখাতে পারতেন বলেই ব্যতিক্রমী সমরেশ মজুমদার

বরুণ দাস

সময়টা সম্ভবত গত শতকের আশির দশকের মধ্যভাগ। স্থান শিশির মঞ্চ। ছোটগল্প পাঠের আসর। আয়োজক হাওড়ার আন্তরিক পত্রিকা। আন্তরিক-এর গল্পপাঠকের আসরে অন্যান্য গল্পকারদের সঙ্গে গল্প পড়বেন সমরেশ মজুমদার। তখন কবিতা পাঠের আসর বা অনুষ্ঠান অনেক হত, যেখানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-শক্তি চট্টোপাধ্যায়- অমিতভা দাশগুপ্তরা নিজেদের কবিতা পাঠ করতেন। ভরদুপুরেও বেসামাল শক্তি চাটুজ্জের দরজা কণ্ঠে কবিতা পাঠ শুনেছিস শহরতলির কোনও মঞ্চে। কিন্তু গল্পপাঠের আসর বা অনুষ্ঠান কদাচিৎ।
তাই এমন সুযোগ হাতছাড়া করার প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষ করে সমরেশ মজুমদারের মতো জনপ্রিয় গল্পকার যেখানে নিজে গল্পপাঠ করবেন। ইতিমধ্যে তাঁর বিখাত ট্রিলজি উত্তরাধিকার, কালবেলা ও কালপুরুষ পড়া হয়ে গেছে। এবং উঠতি বয়সে মনের মধ্যে ঝড় তোলা সেসব অখ্যানের স্রষ্টার সামনে বসেই। তাঁরই মুখে গল্প শোনার সুযোগ এক বড়ো প্রাপ্তি। এমন সুযোগ সবসময় আসে না। তাই আগেভাগেই টিকিট কেটে রাখা হয়েছিল এবং নির্দিষ্ট দিনে প্রেক্ষাগৃহে ছিল প্রায়-পূর্ণ।
'আন্তরিক' আয়োজিত ওই গল্পপাঠের আসরে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার প্রথমেই বলেন, 'আমি সত্যিই ভাগ্যবান যে, এমন একজন সাহিত্যিকের না (সমরেশ বসু ওরফে কালকূট) পেয়েছি যিনি বাংলা সাহিত্যে অনেক উঁচু স্থান নিয়ে বসে আছেন। আমি সত্যিই ধন্য। এই যে অপরের প্রতি সৌজন্য ও সম্মান -সাহিত্যিকদের মধ্যে খুব একটা চোখে পড়ে না। তাঁর অসামান্য সাহিত্য-কীর্তির পাশাপাশি সমরেশ মজুমদার নামক ব্যক্তি মানুষটিকেও সেদিন ভালোবেসে ফেলেছিলান।
একুশ শতকের মধ্য মার্চ। উত্তরবঙ্গের লাটাগুড়ি ও তার আশাপাশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ঘুরে ফিরছিলাম নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) রেল স্টেশনের দিকে। 'বন্দে ভারত এক্সপ্রেস' ধরব বলে। সামনের সিটে বসা হায়দ্রাবাদের বি কলেজের তরুণ অধ্যাপক ড. শাওন সেন জানালেন, এই সেই জায়গা যেখানে সমরেশ মজুমদার অর্জুন-এর প্লট নির্মিত হয়েছিল। গাড়ির গতিবেগ কমানো হল। ছোট্ট জলাশয় ঢিমেতালে বয়ে চলেছে। আমার ছুটে চলেছি তাঁর প্রশস্ত বুকের ওপর দিয়ে। স্মৃতি হাতড়ে সমরেশ -সৃষ্টি চরিত্রগুলোর সন্ধান করছি।
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মতো মরেশ মজুমদারও জলপাইগুড়ির ভূমিপুত্র। গয়েরকাটার নিঝুম চা-বাগানের ঘন সবুজ গন্ধ আর নুড়ির সঙ্গে নুড়ির অবিরাম ঠোকাঠুকি করে চলা পাহাড়ি নদীর (তিস্তা) জলে আদুরে জাপটা মিশে আছে যার ছোটবেলার স্মৃতির সঙ্গে। আর আছে আরাংভাসা নদীর মায়াবী স্পর্শও। দেখেছেন খরা ও বন্যায় নদীর বয়ে চলা দুই বিপরীত চরিত্র ও চেহারা। গিদন্ত বিস্তারী চা-বাগান আর আপনমনে নিরন্তর বয়ে চলা পাহাড়ি নদী-এই দু'য়ের প্রভাব তাঁর সারস্বত জীবনের পরতে পরতে মিশে ছিল।
প্রকৃতির এই নিবিড়-নির্মল ও নির্বিকল্প প্রভাব তাঁর মধ্যে এক অন্তর্লীন প্রবাহের নান্দনিক পথ তৈরি করে নিয়েছিল। যা তাঁর সৃষ্টির জগতকে আলোকিত করেছিল। পরবর্তী জীবনে কলকাতার কংক্রিটের জঙ্গল যাদের গ্রাস করলেও ওই সবুজের রং আর প্রকৃতির সোদা গন্ধ আর তাদের মন থেকে মুছে যায়নি। মুছে যায়নি এক শীর্ণকায় মানুষের ভারত-বদলের বিপ্লবী আন্দোলনের গনগনে আঁচ। আর মরমী ও সংগ্রামী ছোঁয়া মিশে আছে তাঁর গল্প-উপন্যাসে। আজকের আলোচিত কথাসাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদারও জলপাইগুড়ির।
'সমরেশের দেখার চোখ ছিল তীক্ষ্ণ এবং অনুসন্ধনী।' সমরেশ মজুমদারের প্রয়াণের পর এক স্মৃতিলেখায় উচ্চারণ করেছিলেন বর্ষীয়ান কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। কলমের জোর ছিল বলেই সমরেশ 'দৌড়' (প্রথম উপন্যাস, ১৯৭৫) থেকে ট্রিলিজি পেরিয়ে 'মৌষলকাল'-এ পাড়ি দিতে পেরেছিলেন সফলতার সঙ্গে। মাঝে গর্ভধারিণী, সাতকাহন (দুই পর্বে), ঠিকানা ভারতবর্ষ, কলিকাতায় নবকুমার, অগ্নিরথ, বাসভূমি, অর্জুন এবং অন্যান্য। অশ্বমেধের ঘোড়া তখন দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে। বাংলা কথাসাহিত্যের ভিড়-পথ ধরে।
'সাহিত্যের সেরা সম্ভাব বলে স্বঘোষিত বা কথিত সাপ্তাহিক দেশ-এ (এখন অবশ্য পাক্ষিক) ছোটগল্প লেখালেখির মধ্য দিয়েই সমরেশ মজুমদার নজরে আসেন পাঠকদের। সেই ১৯৬৭তে। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র এই কথাসাহিত্যিককে। সারস্বত জগতে তাঁর বিজয় কেতনকে ওড়াতে যথাযথ সম্মান ও পুরস্কার। যেমন ঐতিহ্যবাহী আনন্দ পুরস্কার, রাজ্য সরকারের বঙ্কিম পুরস্কার সহ কেন্দ্রীয় সর্বভারতীয় স্তরে সাহিত্য অকাদেমি সম্মান ও পুরস্কার।
তাঁর সময়ের অনেক কথাসাহিত্যিককেই তিনি তাঁর কব্জির (নাকি কলমের?) জোরে টপকে যেতে পেরেছিলেন। এমনকী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আগেই তিনি ছিনিয়ে নেন সাহিত্য অকাদেমি সম্মান ও পুরস্কার। অপেক্ষাকৃত কম বয়সে। তখন তিনি চল্লিশের জীবন-পথে হাঁটছেন। বেশ লম্বা পায়ে-'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'। এই 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'রই স্বর্ণালি ফসলই তাঁর 'কালবেলা'। সাতষট্টির 'আগুনখেকো আন্দোলন'-এর গনগনে আঁচেই নির্মিত উপন্যাস 'কালবেলা এনে দেয় সাহিত্য অকাদেমির মতো ঐতিহ্যবাহী পুরুস্কারও সম্মান।
এবার আসা যাক তাঁর লেখা প্রসঙ্গে। 'রাজনীতি নিয়ে নানা আবেগে ভাসা একটা সময়ের বাঙালি মনে মনে সমরেশের অনিমেষ, অর্ক বা মাধবীলতা হতে চেয়েছে। জনপ্রিয়তার চুড়ো ছুঁতে বিশেষ দেরি হয়নি সমরেশের। 'গর্ভধারিণী'তে তাঁরতীক্ষ্ণ এবং অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখেন বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকে। সৃজনশীল সমরেশের সে 'দেখা' নিয়ে সংসদীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী তথাকথিত 'বামপন্থী'দের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক থাকলেও তাঁকে কোনওভাবে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করার উপায় নেই একথা বলাই বাহুল্য। সমরেশ বসুকেও বাম-বিচ্যুত (এমনকী প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের) বলে দেগে দিয়েছিলেন তাঁর এককালের ঘনিষ্ঠ কমরেডরা। বিবর, প্রজাপতি নিয়েও বামেরা জল কম ঘোলা করেননি। 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' গল্পে বামপন্থীদের বিচ্যুতি নিয়ে বেশ কিছু অপ্রিয় উক্তি করেছিলেন সমরেশ বসু যা সহ্য করতে পারেননি বামেরা। এমনকী, নকশাল উৎপল দত্তের 'ব্যারিকেড' নিয়ে গণশক্তিতে ইতিবাচত আলোচনায় ও গণনাট্য সংঘের নেতারা উষ্মা প্রকাশ করলে জ্যোতি বসু বাম-সংকীর্ণপণায় বিরকিক্তত প্রকাশ করেছিলেন।
কোনওভাবেই অস্বীকার করতে পারেন না। মানুষের কাছে, সমাজের কাছে কার্যত দায়বদ্ধ তিনি। শৈল্পিক তথা নান্দনিক কারণ দেখিয়ে এই দায়বদ্ধতাকে অনেকে অবশ্য অস্বীকার করেন। সমরেশ মজুমদার অবশ্য পারেননি। ৭৯ বছরের জীবন (১৯৪৪-২০২৩)। প্রবহমান সময়ের বিচারে হয়ত একেবারে কম নয়। সৃজনশীল জীবনের প্রথম দিকটা নাটক আর সিরিয়াল-সিনেমায় কাটলেও সাহিত্য জীবনের সবটুকু কানায় কানায় ভরে দিয়েছেন সমরেশ মজুমদার। পাঠককে কোনওরকম অপূর্ণ রাখেননি। বাংলায় প্রথম সাড়া জাগানো টিভি সিরিয়াল 'তেরো পার্বণ' তাঁরই লেখা। চার্বাক-এর জোছন দস্তিদারের সঙ্গে তিনি এই কাজটি করেন। গোরা আর টিনা-প্রদান দুই চরিত্রে ছিলেন সব্যসাচী চক্রবর্তী আর জোছন-কন্যা খেয়ালি দস্তিদার।
স্বনামধন্য চলচ্চিত্র নির্মাতা গৌতম ঘোষ তাঁর 'কালবেলা'কে সেলুলয়েডের ফিতেয় (এখন অবশ্য ডিজিটাল-এ) বন্দি করেছেন। গৌতম ঘোষ কৃত 'কালবেলা' নিয়ে কিছুটা সমালোচনার ঢেউ উঠলেও তার জন্য দায়ী ছিলেন পরিচালক স্বয়ং। লেখক সমরেশ মজুমদার নন। অনেকেরই চাপা অভিযোগ ছিল, কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার তাঁর উপন্যাসে সাহস দেখাতে পারলেও চত্রিপরিচালক গৌতম ঘোষ কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত আপস করেছেন। অপ্রিয় সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে বয় পেয়েছেন। এটা অনেকেরই কাছে কাঙ্ক্ষিত ছিল না।
যারা সমরেশ মজুমদারের লেখা পড়েন, তারা কালবেলা অনিমেষ -মাধবীলতা এই নামগুলোর সঙ্গে ভীষণভাবেই পরিচিত। চরিত্রগুলো রূপালি পর্দায় দেখবেন বলে অনেকেই উত্তেজিত ছিলেন। ভিউয়ার্স-এর পক্ষে সায়ক -নির্মালা- প্রিয়স্মিতা-বিশ্ব-অনজিৎ-কিংশুকেরা প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁদের পড়া কালবেলার সঙ্গে দেখা কালবেলাকে মেলানো গেল কি? কথাটা এটা নয় যে সিনেমার পরিচালক মূলগল্পকেত কতটা পরিবর্তন করতে পারেন, সমরেশ মজুমদার সিনেমাটা দেখে কী বললেন, সিনেমাকার নকশাল আন্দোলনকে সমর্থন করেন কিনা?
কথাটা এটাও নয় যে, আমরা ও নকশাল আন্দোলনের সমস্ত বিষয়কে সমর্থন করি কিনা? ব্যক্তিহত্যার লাইনকে ঠিক বলে মনে করি না আমরাও, কিন্তু প্রশ্নটা এটা নয় যে, সত্তরের সেই উত্তাল সময়টাতে বহু অনিমেষ আর মাধবীলতার জন্ম হয়েছিল বৈষম্য, শোষণ আর বঞ্চনার দীর্ঘ এই সমাজটাকে বদলানোর স্বপ্ন নিয়ে, সুন্দর একটা পৃথিবীর জন্য নিজেদের জীবনের বহু মধ্যবিত্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হেলায় বিসর্জন দিয়েছিলেন অনিমেষরা। গোটা গল্পটার মর্মবস্তুতে ছিল মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়া নয়-দিন বদলের স্বপ্ন।
আর ছিল সংসদীয় গণতন্ত্রের কল্যাণে ভোটের বাজারে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ এর রং বদল নয়, দিন বদলের স্বপ্ন। কিন্তু কী হল সিনেমাটিতে? অনিমেষের প্রতিদিনের বেঁচে থাকাকে করে তোলা হল একান্ত ব্যক্তিগত তাৎক্ষণিক আবেগ, আর বাদ দেওয়া হল সত্তরের সেই উত্তাল সময়টাকে। সি পি এম নেতাদের মহান ভূমিকায় দেখানো, সাতান্তরে সি পি এমের সরকারের আসার বিপুল জয়জয়কার, সিনেমাটায় দূরদর্শনের ফান্ড দেওয়া এবং সবশেষে প্রসূন মুখোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা স্বীকার।
ছকটা অবশ্য নতুন নয় বিপ্লবী 'চে-গেভারাকে চরুট মুখে 'রমণীমোহন পুরুষ' বানিয়ে দাও টি-শার্ট গায়ে, অনিমেষেদের সময়টাকে বানিয়ে দাও নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যের কিছু ক্ষণিক ভুলভ্রান্তি। বাজারি পত্রপত্রিকা যতই দু'বাহু তুলে 'আউটস্ট্যান্ডিং' বলুক না কেন। পুরনো পচাগলা সমাজের গর্ভ থেকে নতুন একটা দুনিয়াকে ছিঁড়ে বের করার আনার প্রক্রিয়াটা বৈপ্লবিক'। আজেকর বৃহৎপুঁজি নিয়ন্ত্রিক সংবাদমাধ্যম গল্পকার সমরেশ মজুমদারকে নয়, গৌতম ঘোষদের 'গুলিয়ে দেওয়া' কাহিনিচিত্রকেই বাহবা জানাবে।
অস্বীকার করা যায় না যে, 'অন্দখারকে ছিরে ফেলে আলোর মুখোমুখি দাঁড়াতে গিয়ে পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে, তবু মানুষের ইতিহাসটা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে থাকার ইতিহাস নয় পৃথিবীর ইতিহাসটা দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ইতিহাস। পরিবর্তনের সেই উত্তাল সময়টা আরও অনেক কিছুর সঙ্গে জন্ম দেয় কিছু উন্নত মানুষের একরাশ স্বপ্ন আর ভালোবাসা নিয়ে যাঁরা দাঁড়ান কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি, নিশ্চিন্ততার ঘেরাটোপে থেকে এ বদল কোনওভাবেই সম্ভব নয়' একথা বলাই বাহুল্য। যারা সমরেশের মূল উপন্যাসটি পড়েছেন এবং সেই উপন্যাসের চিত্রায়ণ দেখেছেন, তাঁরাই এর তুলামূল্য বিচার করতে পারবেন। আমরা সে বিচারে গিয়ে এই নিবন্ধের কলেবর বাড়াচ্ছি না। তবে দর্শকের অভিযোগউড়িয়েও দেওয়া যায় না। তো একজন পরিচালক কোনও কাহিনীর চিত্রায়ণে কতটা সাহস দেখাবেন তা তাঁর একান্তই নিজস্ব বিষয়।
অনেকে বলেছেন, সমরেশ মজুমদার এটত্রা মেনে নিলেন কীভাবে? কীভাবে 'মেনে নিলেন' তা জানা সম্ভব হয়নি। কারণ এ নিয়ে তাঁর মুখোমুখি হওয়ার তেমন কোনও সুযোগ হয়নি।
বাংলা কথাসাহিত্যের তিনি প্রথমসারির 'সেলিব্রিটি রাইটার' ছিলেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু এ নিয়ে তাঁর মধ্যে কোনও দৃষ্টিকটূ দম্ভ বা অহংবোধ কেউ লক্ষ্য করেননি। আসলে নিজের কাজের প্রতি ছিলেন অবিচল। একনিষ্ঠ। এবং অবশ্যই দায়বদ্ধ। আর সবচেয়ে বড়কথা এই যে, লেখালেখি নিয়ে আমৃত্যু তিনি সক্ষম ছিলেন। সেখকের পরিবার সূত্রে জানা গেছে। অসুস্থ হওয়ার আগে বিদেশে যাওয়ার অভিপ্রায়ে ভিসার জন্য দৌড়ঝাঁপও নাকি শুরু করেছিলেন। কারণ দেশের মতো বিদেশেও তাঁর বহু বন্ধু, পাঠক আর শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন।
নিবন্ধের ইতি টানা যাক একটি মজার ঘটনা দিয়ে। একবার শীর্ষেন্দু- সুনীলের সঙ্গে বিদেশে (আমেরিকার আটলান্টিক সিটিতে) গিয়ে তিনি এমন কণ্ড বাঁধালেন যে, সফরসঙ্গী শীর্ষেন্দু-সুনীল তো রীতিমতো তাজ্জাব। 'বেঙ্গলি কনফারেন্স' শেষ হতেই দেশের দুই লেখক-বন্ধুকে ছেড়ে সমরেশ মেতে উঠেছিলেন বিদেশের বাঙালি পাঠক-বন্ধু-শুভানুধ্যায়ীদের খোঁজ নেই। এমনই বন্ধুপ্রিয় মানুষ ছিলেন সমরেশ মজুমদার। পূর্ণ সময়ে লেখালেখি করার জন্য আয়কর দফরের লোভনীয় চাকরিও ছেড়ে দেন তিনি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিবেকানন্দের পুনঃপাঠ জরুরি

চিররঞ্জন সরকার

সারা বিশ্বেই এখন একটা আদর্শিক সংকট চলছে। সবরকম সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে মানবিকতাকে তুলে ধরার মতো ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। যে যার স্বার্থ ও সুবিধা অনুযায়ী কথা বলছেন, পথ চলছেন। এমন বাস্তবতায় সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বামী বিবেকানন্দ পাঠ মানবজাতির জন্য জরুরি কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।
স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা আধ্যাত্মিক চিন্তার একজন মহাপুরুষ হিসেবেই দেখতেই অভ্যস্ত। কিন্তু সমাজের জাতিভেদ প্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, জাতীয় জীবনে যুব ও নারীদের স্বতন্ত্র গুরুত্বের প্রশ্নে, দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির প্রসঙ্গে তার গভীর অবদানের কথা কখনও অনুধাবন করি না। বিবেকানন্দের পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ডাকনাম ছিল বীরেশ্বর এবং নরেন্দ্র বা নরেন। তিনি ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি ভারতের উত্তর কলকাতার ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় স্ট্রিটের এক উচ্চবিত্ত বাঙালি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ মানে একজন আধ্যাত্মিক সাধকের ধ্যান নয়। ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ সালের ঐতিহাসিক শিকাগো ভাষণ, এই ভাষণের পর কয়েক মিনিটের করতালি নয়। তিনি এমন একজন মানুষ যিনি জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে জগৎকে আলোকিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি একইসঙ্গে ছিলেন একজন সন্ন্যাসী, দার্শনিক, লেখক, সংগীতজ্ঞ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় অন্যতম সমন্বয়বাদী সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য। তার প্রদীপ হয়ে ওঠার পেছনে ছিল সুগভীর দর্শনের নিশ্ছিদ্র নির্মাণ ও তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদ। বিবেকানন্দ রাজনীতিবিদ ছিলেন না। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল অহিংস ও সশস্ত্র সংগ্রামের দুটো ধারাই। সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ছাড়া রাজনৈতিক আন্দোলন সফল হয় না। বিবেকানন্দ সেই পথটা তৈরি করে রেখেছিলেন, যে পথে হেঁটেছেন গান্ধীজি। সারা ভারতের সর্বত্রই আধ্যাত্মিক পুরুষেরা তামসিক ভাবাপন্ন ভারতবাসীকে জাগানোর জন্য ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন, যা পরিপূর্ণতা পায় স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। ওই আধ্যাত্মিক আন্দোলনই সম্ভবপর করে তুলেছিল দেশ ও জাতির নবজাগরণ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামকে তা চৈতন্যময় করে বেগবান করে দেয়। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ইংরেজ সভ্যতার তিনটি উপাদান হল তিনটি 'ব'— বাইবেল, বেয়োনেট ও ব্র্যান্ডি। আমাদের দেশের গ্রামে গ্রামে যখন মানুষ দুর্ভিক্ষে মরছে, তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে পিষছে, নিজেদের তৃপ্তির জন্য আমাদের শেষ রক্তবিন্দুটি শুষে নিয়েছে আর কোটি কোটি টাকা নিজেদের দেশে চালান করেছে। ইংরেজদের কৃতকর্মের প্রতিশোধ ইতিহাস একদিন নেবেই নেবে। (আমেরিকা বক্তৃতা: অগাস্ট ১৮৯৫) এই অগ্নিময় ভাষাই যথেষ্ট ছিল একটা স্থবির, তমসাচ্ছন্ন জাতিকে শতাব্দীর মোহনিদ্রা থেকে জাগ্রত করতে। ১৯০১ সালের ১৩ এবং ১৪ এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দ তরুণ বিপ্লবীদের স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, আমাদের প্রথম দরকার স্বাধীনতা, তাই সর্বপ্রথম ইংরেজদের এ-দেশ থেকে তাড়াতে হবে। জননীর শৃঙ্খলমোচনের জন্য যা প্রয়োজন মনে হবে, তোমরা তা-ই করবে। শুধু মুখের কথা নয়, জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন— এ জীবন শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নয়। এ জীবন পরহিতার্থে ব্যয় করাই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সে জন্য তার সাবধান বাণী "Be and make" আগে নিজে তৈরি হও, তারপর অপরকে তৈরি করো।
তিনি বারবার বলেছেন— "নিজেকে কর্ম করার যোগ্য যন্ত্র করে তোলো।... হৃদয় ও মস্তিষ্কের যদি বিরোধ দেখ, তবে হৃদয়কেই অনুসরণ করো।" মানুষের এই দুটি যন্ত্রই তাকে মানুষ করেছে। এক মস্তিষ্ক, যা দিয়ে সে বিচার করে আর দ্বিতীয়টি: হৃদয় যা তাকে বিবেচনা দেয়। এই দুটির একটিও বাদ গেলে চলবে না। মস্তিষ্কসর্বস্ব মানুষের কোনও প্রয়োজন নেই। হৃদয়বান মানুষও তার কাছে অপ্রয়োজনীয়। তাই আমাদের মনে রাখতে হবে— স্বামীজি চেয়েছেন মস্তিষ্ক জোগাবে বুদ্ধি, হৃদয় যোগাবে বোধ আর হাত অর্থাৎ দুটি হাত কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে। শুধু বক্তৃতাসর্বস্ব হলে চলবে না। মানবিক বোধ দ্বারা কাজ, করতে হবে। কাজ কাজ আর কাজ। অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা দূর করতে হবে সমাজের পাপ। সেই পাপ, যা মানুষকে পশ্চাদপদ করে রাখে, অন্ধ কুসংস্কারছন্ন করে রাখে, মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে।
স্বামীজি যুবকদের এই কাজে অগ্রসর হতে আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ যুবকেরাই দেশের মূল চালিকা শক্তি। তাদের সঠিক পথে চালিত করলে কী-ই না হতে পারে! স্বামীজি বিশ্বাস করেন, প্রত্যেকটি মানুষ পরমাত্মার অংশ, দেবত্ব তাদের অন্তর্নিহিত শক্তি। সে তার এই অসমান্য শক্তির কথা জানে না। তাই অমন অলস, সংকুচিত। তাকে জানতে হবে তার ভেতরে অসীম শক্তি বিদ্যমান। যখন এই উপলব্ধিতে পৌঁছবে যে সে নিজেই অসীম ব্রহ্মশক্তির অধিকারী, তখন সে নিজের শক্তিতেই চারপাশের পাপ, অনাচার, অন্ধবিশ্বাস, অশিক্ষার মতো জঞ্জাল সাফ করতে শুরু করবে। যুবকদের উদ্দেশে তার স্পষ্ট বক্তব্য "হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে বল আনতে হবে। একটা 'মানুষ' যদি তৈরি হয়, তো লাখ বক্তৃতার ফল হবে।"
ঈশ্বর দর্শনের অন্তর্নিহিত ভাব অনুধাবন করে তিনি বলেছেন, "বহুরূপে সন্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর/ জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" অর্থাৎ মানুষের সেবা যেন জীবনের মূল মন্ত্র হয়। স্বামীজি দিয়েছেন ত্যাগ ও সেবার মন্ত্র। নিছক কথার কথা নয়, নিজের সমস্ত ভাব তিনি জীবন দিয়ে পালন করে দেখিয়েছেন।
ধর্মের সারকথা যে সহিষ্ণুতা এবং গ্রহিষ্ণুতা, তা বার বার তিনি উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, আমি সেই ধর্মের প্রতিনিধি, যে ধর্ম অন্য ধর্মকে শুধু শ্রদ্ধাই করে না, সব ধর্মকে সমান এবং সত্য বলে মনে করে। এ যেন 'যত মত তত পথ'-এর সরল ব্যাখ্যা। স্বামীজি কুয়োর ব্যাঙের প্রসঙ্গ টেনে সঙ্কীর্ণ ধর্মাচারণের সমালোচনা করেছেন। সাগরের ব্যাঙ হওয়ার যে আহ্বান তিনি পাশ্চাত্যে প্রচার করেন, তারই মর্মবাণী হিসেবে এদেশের মানুষকে জানিয়েছেন— প্রসারণই জীবন, সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। অর্থাৎ, আমাদের ধর্ম উদার এবং বিনত হতে শেখায়। উদ্ধত-সঙ্কীর্ণ সংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব ধর্মরক্ষার পরিপন্থী। তিনি নিরলস ত্যাগ ও সেবা ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সারা বিশ্বে 'মানুষ' গড়ার কাজে জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। যুবকদের বলছেন, "Arise awake and stop not till the goal in reacted..!"
স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলি পাঠ করার পরে, সুভাষচন্দ্র অনুধাবন করেছিলেন যে, বিবেকানন্দের শিক্ষার মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উন্নতি, দেশাত্মবোধ, নারীদের প্রতি সম্মানবোধ এবং মানবসেবা। সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন, "আমার জীবনে যখন বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটে, তখন সবে পনেরয় পড়েছি। তারপর আমার মধ্যে শুরু হলো এক বিপ্লব। ... তার শিক্ষা থেকে বিবেকানন্দকে এক পূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্ব বলেই আমার বোধ হয়েছিল। ... এখন বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথের কথাই ভাবতে লাগলাম।" বিবেকানন্দের প্রধান শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন যে, স্বামীজির আরাধ্যা দেবী ছিলেন তার মাতৃভূমি। সুভাষচন্দ্র ১৯২৯ সালের ২১ জুলাই হুগলী জেলার ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির বক্তৃতায় বলেছিলেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বাধীনতার অখণ্ডরূপের আভাস রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে পাওয়া যায়। 'Freedom– freedom is the song of the soul', এই বাণী যখন স্বামীজির অন্তরের দুয়ার ভেদ করিয়া নির্গত হয়, তখন তাহা সমগ্র দেশবাসীকে মুগ্ধ... করিয়া তোলে। স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া খাঁটি মানুষ হইতে বলেন এবং অপরদিকে সর্বধর্ম সমন্বয় প্রচারের ভিত্তি স্থাপন করেন।" স্বামী বিবেকানন্দের অখণ্ডতার আদর্শই ছিল সুভাষচন্দ্রের আদর্শ, যে আদর্শ শুধু রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির কথা বলেনি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বন্ধনমুক্তির কথাও বলেছিল।
বিবেকানন্দের শিক্ষার একটি মূল কথা হলো চরিত্রগঠন ও খাঁটি মানুষ তৈরি করা। তার নিজের কথায়, "সামাজিক ও রাজনীতিক সর্ববিধ বিষয়ের সফলতার মূল ভিত্তিমানুষের সাধুতা। দশটা মানুষ পেলে আমি ভারতবর্ষ উলটে দিতে পারি। কিন্তু মানুষ চাই, পশু নয়।"
স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন "আমাদের এখনও জগতের সভ্যতার ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে। তাই আমরা বেঁচে আছি।" কর্মহীন সন্ন্যাসে বা পুরস্কারহীন অদৃষ্টবাদে তিনি বিশ্বাস করতেন না। বিবেকানন্দ মনে করতেন আমাদের দুর্দশার একটি বড় কারণ নারীর প্রতি অবজ্ঞা। তিনি বলতেন মেয়েদের এমন শিক্ষা দিতে হবে "যাতে চরিত্র তৈরি হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে ... ঐ রকম শিক্ষা পেলে মেয়েদের সমস্যাগুলো মেয়েরা নিজেরাই সমাধান করবে।" সন্ন্যাসীর উদাসীন ভক্তিভাব নয় বরং এক কর্মীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, প্রজ্ঞা ফুটে ওঠে তার প্রতিটি বক্তৃতায়, লেখায়। আধুনিক সময়ে, 'স্ক্রল' করে এগিয়ে যাওয়ার যুগে, যখন 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এর ধারণাকেও পেরিয়ে যাচ্ছি আমরা এক দিকে, আর অন্য দিকে সাম্প্রদায়িকতা আর রাজনীতির খেলায় টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে দেশ ও মানুষ, এমন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দের পুনঃপাঠ প্রয়োজন— মানুষ, সমাজ ও নিজেকে নতুন ভাবে চিনতে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য আরও ৮০০ কোম্পানি বাহিনী চাইল নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ২২ জুন (হি.স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের রায়কে মান্যতা দিল নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবারই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য আরও ৮০০ কোম্পানি বাহিনী চাওয়া হয়েছে। সেন্ট্রাল ফোর্স চেয়ে চিঠি পাঠাল তারা। ফলে আগামী ৮ জুলাই রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোটে ৮২২ কম্পানী কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে হাইকোর্টের পরে সুপ্রিম কোর্ট, আবার ফিরে এসে হাইকোর্টে ধাক্কা খেয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। গতকালই হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে পরিমাণ সেন্ট্রাল ফোর্স ব্যবহার করা হয়েছিল, এবার তার থেকে বেশি সেন্ট্রাল ফোর্স নির্বাচনের কাজে মোতায়েন করতে হবে। হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছিল, সেই নির্দেশ কার্যকর করতে হবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই। পর পর ধাক্কা খাওয়ার পর এবার কার্যত রণে ভঙ্গ দিল কমিশন। হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক বৃহস্পতিবারই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে চিঠি পাঠাল কমিশন। মাত্র ২২ কোম্পানি বাহিনী চাওয়ায় হাইকোর্টে রীতিমতো ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয় নির্বাচন কমিশনারকে। প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম বলেছিলেন, 'চাপ রাখতে না পারলে ছেড়ে দিন।' শুধু তাই নয়, ২২টি জেলার ভোটের জন্য যে ২২ কোম্পানি বা ১৭০০ জওয়ান পর্যাপ্ত নয়, সে কথাও উল্লেখ করেছিলেন প্রধান বিচারপতি। একদিনে নির্বাচন সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে বলেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি। অধিক বাহিনী চাইতে ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল হাইকোর্টের তরফে। সেই সময় শেষ হওয়ার আগেই আরও ৮০০ কোম্পানি বাহিনী চাইলন কমিশন। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আদালতের নির্দেশের পর অধিক বাহিনী চাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না কমিশনের কাছে।

অসমে বন্যা, দুশ্চিন্তা না করার আহ্বান জলসম্পদ মন্ত্রী পীযূষের

গুয়াহাটি, ২২ জুন (হি.স.) : অসমে চলমান বন্যাকে কেন্দ্র করে দুশ্চিন্তা না করতে নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যের জলসম্পদ দফতরের মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার।

আজ বৃহস্পতিবার জনতা ভবনে তাঁর কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী হাজরিকা বলেন, এবারের বন্যায় এখন পর্যন্ত চারটি স্থানে তিনটি নদীবাঁধ ভেঙেছে। যে তিন স্থানে নদীবাঁধ ভেঙেছে সেগুলি বরমা, নাওবৈচা এবং ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায়।

তিনি বলেন, নবনির্মিত নদীবাঁধ কোথাও ভাঙেনি। বরং এ সব নবনির্মিত নদীবাঁধ নির্মাণের ফলে এবার ধেমাজি, মরিগাঁও, মাজুলি, শদিয়া প্রভৃতি জেলায় সব বর্ষার মরশুমে যে ভয়াবহ বন্যা আসে তা থেকে রক্ষা পেয়েছে। মন্ত্রীর ব্যাখ্যা, কোথাও কোথাও ৬০ থেকে ৭০ বছরের পুরনো বাঁধ ভেঙে। তবে নদীবাঁধগুলিকে ভাঙনের কবল থেকে রক্ষা করতে দিনরাত কাজ করছেন তাঁর দফতরের কর্মকর্তারা। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী পীযূষ বলেন, গত বছর রাজ্যের ২৬টি নদীবাঁধ ৪১টি স্থানে ভেঙেছিল। যেগুলি সম্পূর্ণ মেরামত করা হয়েছে। বলেন, ৪৫ বছরের ইতিহাসে এবার সবচেয়ে কম বন্যা হয়েছে।

আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার ভাদু শেখ খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত নিউটন শেখ

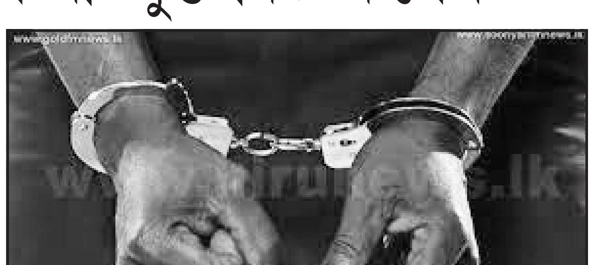

সিউড়ি, ২২ জুন (হি.স.) : দীর্ঘ দিন বেপাত্তা থাকার পর অবশেষে গ্রেফতার ভাদু শেখ খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত নিউটন শেখ। নিউটন শেখকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার করল পুলিশ। বুধবার রাতে বীরভূমের মাড়গ্রাম থানার বিষ্ণুপুর গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বগটুই কাণ্ডের পর থেকে পলাতক ছিল নিউটন শেখ। তার হদিশ না পেয়ে সিবিআই হুলিয়া জারি করে। বৃহস্পতিবারই ধৃত নিউটনকে তোলা হবে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে।

২০২২ সালের ২১ মার্চ সন্ধ্যায় রামপুরহাটে বগটুইমোড়ে খুন হন ভাদু শেখ। মোটরসাইকেলে করে এসে বোমা ছুড়ে গুলি করে ভাদুকে খুন করে ৩ জন দুষ্কৃতী। ভাদু শেখ খুনের পর এফআইআর করা হয়েছিল তাতে দু'নম্বরে নাম ছিল নিউটন শেখের। খুনের পর থেকেই বেপাত্তা ছিল নিউটন। তাঁর খোঁজ চলছিল। এর মাঝেই বিয়েও করে নিউটন। বুধবার রাতে মাড়গ্রামের বিষ্ণুপুরে শ্বশুরবাড়িতে বৌয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসবে নিউটন এমটাই পুলিশের কাছে খবর ছিল। সেই খবর মতো শ্বশুরবাড়িতে যায় নিউটন শেখ। এবার আর চোখে ধুলো দেওয়া সম্ভব হয়নি। বাড়ি ঘিরে ফেলে গ্রেফতার করা হয় নিউটন শেখকে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি কার্তুজ। সেই কারণেই পুলিশের তরফে অস্ত্র আইনেও মামলা রুজু করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার তাঁকে রামপুরহাট আদালতে তোলা হবে। প্রসঙ্গত, ভাদু শেখের খুনের ঘটনার পর ওই রাতেই বগটুই গণহত্যার ঘটনা ঘটে। পুড়ে মৃত্যু হয় ১১ জনের।

ভাদুর পরিবারের দাবি, ব্যবসার টাকার বাটোয়ারা নিয়ে বিবাদের জেরে খুন হয়েছেন তিনি। এই ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবিতে আদালতে মামলা হয়।

ভাদু শেখ খুনসহ বগটুই গণহত্যার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। ওই ঘটনার ১ বছর পর গ্রেফতার নিউটন শেখ।

মোদী সরকারের ৯ বছর দেশের গর্ব

দরিদ্র কল্যাণ এবং ভারতের অগ্রগতির জন্য নিবেদিত : অমিত শাহ

দুর্গ, ২২ জুন (হি.স.): নরেন্দ্র মোদী সরকার ৯ বছরের মধ্যে দেশকে সুরক্ষিত করার কাজ করেছে। মোদীজির ৯ বছর, ভারতের গর্ব, দরিদ্র কল্যাণ এবং ভারতের অগ্রগতির জন্য নিবেদিত ছিল। বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মোদী সরকারের ৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ছত্তিশগড়ের দুর্গের একটি জনসভায় ভাষণ দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, মোদীজি ৯ বছরে অনেক পরিবর্তন এনেছেন। সোনিয়া-মনমোহনের সরকার ১০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এই ১০ বছরে শুধু কেলেঙ্কারি, কেলেঙ্কারি আর দুর্নীতি হয়েছে। কংগ্রেস ১২ লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে।

মোদীজি তাঁর ৯ বছরের শাসনকালে এমন স্বচ্ছ সরকার পরিচালনা করেছিলেন যে বিরোধীরাও দুর্নীতির অভিযোগ করতে পারেনি।

ছত্তিশগড়ের ভূপেশ বাঘেল সরকারকে আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেছেন, ভূপেশ বাঘেলের সরকার আসলে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী সরকার। তিনি মদ নিষিদ্ধ করার ঘোষণা করেছিলেন এবং মদ হোম ডেলিভারি শুরু করেন। ১০ লক্ষ চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও তরুণদের চাকরি দেয়নি। বেকার ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও দেওয়া হয়নি।

মণিপুর নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দেবেন ডেরেক, জানালেন দলনেত্রী মমতা

কলকাতা, ২২ জুন (হি.স.): আগামী ২৪ জুন মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সেই বৈঠকে যোগ দেবেন দলের সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমনটাই জানিয়েছেন।

এদিন কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা বলেছেন, 'এখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, আমি একটি চিঠি লিখেছিলাম যে আমি মণিপুরে যেতে চাই। আমি গতকালই একটি উত্তর পেয়েছি, সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার পরে...আমি বৈঠকের জন্য ডেরেক ও'ব্রায়েনকে পাঠাব।'

এদিকে, এদিনই বিরোধীদের বৈঠকে যোগ দিতে পাটনায় পৌঁছেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। পা ছুঁয়ে লালুকে প্রণাম করেন মমতা।

ফের সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ২২ জুন (হি.স.): ফের সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলার সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। তা আঁচ করে আগেভাগেই ক্যাভিয়েট দাখিল করলেন শুভেন্দু।

বুধবার হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে পঞ্চায়েত ভোটের জন্য ন্যূনতম ৮২ হাজার কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। বিরোধীদের তরফ থেকে মনে করা হচ্ছে, এই রায়ের বিরুদ্ধে আরও একবার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে পারে রাজ্য ও রাজ্যের নির্বাচন কমিশন। আগাম আশঙ্কা থেকে শুভেন্দু অধিকারী তার আগেই বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের ক্যাভিয়েট দাখিল করেন। তাঁর বক্তব্য, যদি কমিশন সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও থাকে, তাহলে যেন বিরোধীদের কথা না শুনে, কেবল এক পক্ষের কথা শুনেই বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত না নেন বিচারপতি। ক্যাভিয়েট দাখিল করার অর্থ, সুপ্রিম কোর্টকে শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যও শুনতে হবে।

শীতলকুচিতে পাট খেত থেকে এক মহিলার দেহ উদ্ধার

শীতলকুচি, ২২ জুন (হি.স.) : কোচবিহার জেলার শীতলকুচিতে পাট খেত থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে শীতলকুচি ব্লকের দেওয়ানকোট জয়দুয়ার গ্রামের খুঠামারা নদীর পাশে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম আছিয়া বিবি(৫২)। গত কয়েক মাস ধরে বাপের বাড়ি দেওয়ানকোট জয়দুয়ার গ্রামে থাকতেন তিনি। এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা পাট খেতে তাঁর দেহ পরে থাকতে দেখে। খবর ছড়িয়ে পড়তে ঘটনাস্থলে ভিড় জমান বাসিন্দারা। শীতলকুচি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গায় পাঠান।

মৃতার দাদা নুর মহম্মদ মিয়াঁ জানান, গত একমাস আগে আমাদের বাড়িতে আসেন আছিয়া। তাঁর স্বামী ভরণপোষণ দিত না।

বিগত ৯ বছরে চাকরির সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে : ভূপেন্দ্র যাদব

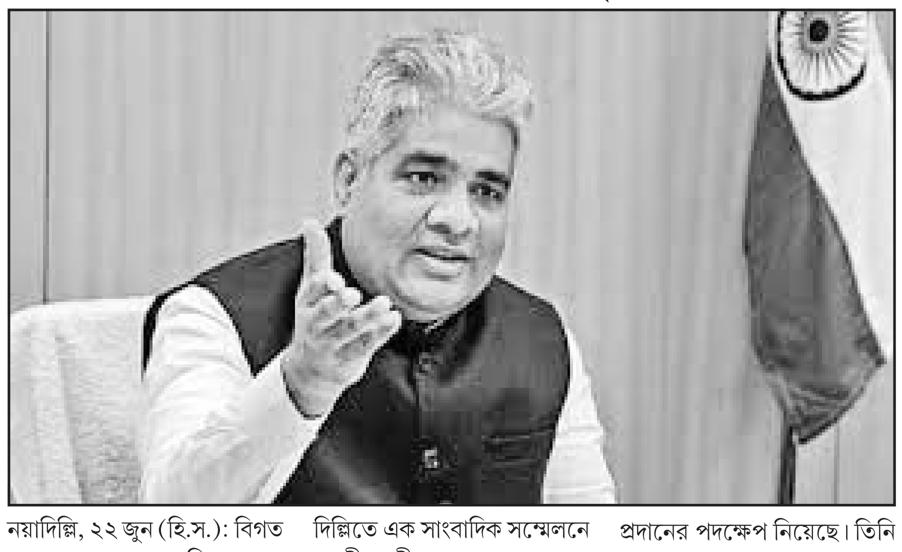

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি.স.): বিগত ৯ বছরে ভারতে চাকরির সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রায় এক কোটি ২৫ লক্ষ নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ কোটি কর্মী ই-শ্রম পোর্টালে নিবন্ধন করেছেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের নয় বছরের অর্জন সম্পর্কে বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব বলেন, সরকার সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করে সেবা, সুশাসন এবং গরীব কল্যাণে মনোনিবেশ করেছে।

তিনি বলেছেন, সরকার প্রধানমন্ত্রী শ্রম যোগী মানধন প্রকল্পের মাধ্যমে অসংগঠিত কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি মুদ্রা এবং প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্পেরও প্রশংসা করে বলেছেন, এই প্রকল্পগুলি অসংগঠিত শ্রমিকদেরও সাহায্য করেছে। মন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কারণে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে।

রাজু ঝা খুনে তদন্ত করবে রাজ্য পুলিশের সিট

কলকাতা, ২২ জুন (হি.স.): কয়লা মাফিয়া রাজু ঝা খুনে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ খারিজ। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নির্দেশ খারিজ করল কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার হাইকোর্ট জানায়, সিবিআই নয়, রাজ্য পুলিশের সিট এই ঘটনার তদন্ত করবে।

গত ১ এপ্রিল পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড়ে দুষ্কৃতীরা গুলিতে ঝাঁজরা করে দেয় রাজু ঝাকে। নীল গাড়িতে চেপে এসে কাজ সেরে আবার ওই গাড়িতেই চম্পট দেয় শার্প শুটাররা। সেই গাড়িতে ছিলেন আবদুল লতিফও। তাঁর নাম রয়েছে কয়লা পাচার মামলার চার্জশিটে। ফলে কয়লা পাচার ও এই খুনের মধ্যে যোগ রয়েছে বলে মনে করে আদালত। তাই রাজ্যকে দ্রুত কেস ডায়েরি-সহ যাবতীয় নথি সিবিআই এসিবি ও অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চের এসপিকে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। সিবিআই তদন্ত করে ৪ মাসের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশও দেন। রাজাশেখর মান্থার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন রাজু ঝা'র স্ত্রী। সেই অনুযায়ী বৃহস্পতিবার মামলার শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চ সিবিআই তদন্তের নির্দেশ খারিজ করে দেয়। এই মামলায় প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, হলফনামায় থাকা সমস্ত তথ্য না জেনে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল সিঙ্গল বেঞ্চ, যা ত্রুটিপূর্ণ। আপাতত এই খুনের ঘটনার তদন্ত পূর্ব বর্ধমানের পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে গঠিত সিট-ই করবে। এই মামলা সংক্রান্ত সমস্ত নথি আদালতে পেশ করার নির্দেশ ডিভিশন বেঞ্চের।

৮১ আইএসএফ প্রার্থী মনোনয়ন বাতিল মামলায় হাই কোর্টের প্রশ্নের মুখে কমিশন

কলকাতা, ২২ জুন (হি.স.): ফের কলকাতা হাই কোর্টের প্রশ্নের মুখে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ৮১ আইএসএফ প্রার্থী মনোনয়ন বাতিল মামলায় বৃহস্পতিবার ফের হাই কোর্টের কড়া প্রশ্নের মুখে পড়তে হল কমিশনকে। কীভাবে এত প্রার্থীর নাম একসঙ্গে বাতিল হল, তা নিয়ে বেলা দুটোর মধ্যে জবাব তলব করল হাই কোর্ট।

বিচারপতি অমৃতা সিনহার প্রশ্ন, "পঞ্চায়েত ভোট কি হচ্ছে? নির্বাচন কমিশনার পদে কি তিনি (রাজীব সিনহা) এখনও বহাল আছেন? আমি বুঝতে পারছি না কী হচ্ছে!"

৮১ আইএসএফ প্রার্থী মনোনয়ন বাতিল মামলায় ফের হাই কোর্টের কড়া প্রশ্নের মুখে পড়তে হল কমিশনকে। কীভাবে এত প্রার্থীর নাম একসঙ্গে বাতিল হল, তা নিয়ে বেলা দুটোর মধ্যে জবাব তলব করল হাই কোর্ট।

পুলিশি নিরাপত্তা দিয়ে মনোনয়ন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল হাই কোর্ট।

বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নির্দেশে ১৫ জুন মনোনয়নপত্র জমা দেয় ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের ৮১ জন আইএসএফ প্রার্থী। স্ক্রুটিনিতেও 'পাশ' করে গিয়েছিলেন বলে দাবি তাঁদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের। কিন্তু ২০ জুন থেকে আইএসএফ প্রার্থীরা দেখতে পান কমিশনের ওয়েবসাইটে তাঁদের নাম নেই। ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের মনোনয়ন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেন। এদিকে আদালতে আবার তৃণমূলের দাবি, তাঁরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে।

জি-টোয়েন্টি : শ্রম ও শ্রমিক সংক্রান্ত গোষ্ঠীর দু'দিনের বৈঠক শুরু পাটনায়

পাটনা, ২২ জুন (হি.স.): ভারতের জি-টোয়েন্টি সভাপতিত্বে শ্রম ও শ্রমিক সংক্রান্ত গোষ্ঠীর দু'দিনের বৈঠক বৃহস্পতিবার বিহারের পাটনায় শুরু হয়েছে।

বিহারের রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আর্লেকার পাটনার অশোকা কনভেনশন সেন্টারে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। লেবার টোয়েন্টি বা এল-২০ গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান হিরন্ময় পান্ড্য বলেছেন, শ্রম সংস্কার এবং সামাজিক সুরক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা করা হবে।

এই বৈঠকে জি-২০ সদস্য এবং আটটি অতিথি দেশের প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধি অংশ নিচ্ছেন।

বিহারের রাজ্যপাল এদিন বলেন, আমরা যদি এই বিষয়গুলো নিয়ে ব্যাপকভাবে চিন্তা করি তাহলে আমরা সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর অভিযোগের সমাধান করতে পারব।

লেবার টোয়েন্টি বা এল-২০ গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান হিরন্ময় পান্ড্য আরও বলেন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) রিপোর্টে বৈশ্বিক কর্মশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর এজেন্ডা রয়েছে, যা হ্রাস পাচ্ছে।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

স্বীকারোক্তি

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবার পর অবাঙালি ছাত্র-ছাত্রীদের সকলেই অভিভাবক সমেত মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে বিমলবাবুকে প্রণাম করতে এসেছিল। প্রত্যেকের মাথায় হাত দিয়ে তিনি স্নেহাশীষ জানিয়েছিলেন। রিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করে — স্যার, আপনার প্রিয় ছাত্রী তুলির কি খবর ? আপনি তো পঞ্চমুখে ওর গুণগান করতেন। সাইকেলে চেপে ঝড়-বৃষ্টি-তপ্ত রোদ মাথায় নিয়ে সপ্তাহের ছ'টা দিন ওকে পড়াতে যেতেন। কত নম্বর পেয়েছে ও ?

বিমলবাবু নির্বাক ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকেন। মুখের দিকে তাকিয়ে রিয়া তাঁর মনের কথা পড়ে নেয় — ও আপনাকে ওরা কেউ জানায়নি বুঝি? একটু ইতস্তত করে সে এবার নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে - স্যার, কিছু মনে করবেন না। আপনি যখন ওর সঙ্গে আমাদের তুলনা করতেন, মুখে প্রতিবাদ না করলেও মনে খুব কষ্ট পেতাম।

বিমলবাবুর চোখে জল। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি নিজের ভুল স্বীকার করে অস্ফুট স্বরে বলেন — তোরা আমার অন্যায় নিস না। আমি আজীবন প্রবাসী বাঙালি। তাই বাঙালির প্রতি আমি সহজাত একটা দুর্বলতা পোষণ করতাম। কিন্তু বিশ্বাস কর আমি ওদের কাছ থেকেই আঘাত পেয়েছি সবচেয়ে বেশি। কি করবো বল ? কথায় আছে, 'স্বভাব যায় না ম'লে'। আজ আমি নিজ মুখে স্বীকার করছি — বাঙালির মতো অকৃতজ্ঞ আর স্বার্থপর জাতি দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি নেই। ইদানীং কালে ওদের কাছে বাবা-মা'ও আবর্জনা। তাই পশ্চিম বাংলায় ব্যাঙের ছাতার মতো বৃদ্ধাশ্রমের এত ছড়াছড়ি। এরকম জলন্ত উদাহরণ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'।

বাড়ছে উত্তাপ, মরশুমি এই ফল দিয়েই সারুন ফেশিয়াল

মার্চ পড়তে না পড়তেই চড়ছে পারদ। সকাল ও রাতে খানিক ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব থাকলেও বেলা বাড়লেই বাড়ছে গরমের দাপট। এদিকে হাতে আর একটা সপ্তাহ। তারপরেই দোল (২০২৩)। বসন্ত উতসবে মেতে উঠতে এখন থেকেই তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে আপামর বাঙালি। যদিও আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস দোলেও থাকবে পারদের ছ্যাঁকা। আর এই ঠান্ডা-গরমের প্রকোপে বাড়ছে সর্দি-কাশিও। একবার ধরলে আর তা সারতেই চাইছে না। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। এই শুষ্ক আবহাওয়াতে চুল, মুখের দফারফা। রোদ, গরমে সানস্কিন ব্যবহারের পরেও মুখে যেন কালি পড়ে যাচ্ছে। এই সময় শরীরকে হাইড্রেট রাখা খুবই জরুরি। বেশি করে জল, ফলের রস, ডাবের জল এসব খেতে হবে। এছাড়াও যে সব ফলের মধ্যে জলের পরিমাণ বেশি সেই রকমই ফল বেছে নিন।

আর এই ফল কাজে লাগান রূপচর্চাতেও। বাজারে এখন তরমুজ এসে গিয়েছে। এবার তাই তরমুজ দিয়েই হোক ফেশিয়াল। এতে মুখে একটা কুলিং এফেক্ট থাকবে। সেই সঙ্গে বজায় থাকবে ফ্রেশনেসও। তরমুজের মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও মিনারেল রয়েছে, যা আমাদের ত্বককে পুষ্টি জোগায়, সেই সঙ্গে বজায় থাকে উজ্জ্বল ভাব।

তরমুজের রস আর নারকেল তেল একসঙ্গে মিশিয়ে প্রথমে মুখ পরিষ্কার করে নিতে হবে। দ্বিতীয় ধাপ হল স্ক্রাবিং। তরমুজের রসের সঙ্গে সামান্য চালগুঁড়ো আর মধু মিশিয়ে নিন। এবার তা দিয়ে মুখ খুব ভাল করে ঘষে পরিষ্কার করে নিন। এতে মুখের মরা কোষ উঠে আসবে। মুখ পরিষ্কার হবে। দূর হবে ব্ল্যাকহেডসের সমস্যাও। এবার দরকার ম্যাসেজ ক্রিম। তাও বানিয়ে নিন তরমুজের রস দিয়ে। তরমুজের রস, মধু, লেবুর রস, নারকেল তেল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার তা সার্কুলার মোশনে মুখে ম্যাসাজ করে নিতে হবে। এতে মুখের রক্ত চলাচল খুব ভাল হবে। সেই সঙ্গে ত্বক উজ্জ্বল হবে আর ভালও থাকবে।

এই ফেশিয়ালের শেষ ধাপ হল মুখে ফেসপ্যাক লাগানো। তরমুজের রসের সঙ্গে টকদই মিশিয়ে নিতে হবে। এবার তা পুরো মুখে খুব ভাল করে লাগিয়ে নিতে হবে। ১৫-২০ মিনিট অপেক্ষা করে ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে নিতে হবে। নিয়ম মেনে এই সব ধাপ করলেই মুখ থাকবে চকচকে।

বানিয়ে ফেলুন আমলকীর জুস

অনেকেই কাঁচা আমলকী খান। কেউ আবার খান শুকিয়ে। তবে দেখা গিয়েছে, আলমকীর জুস হল ভীষণই উপকারী। বিভিন্ন গবেষণা বলছে, আমলকী জুস খেলে দ্রুত বহু জটিল সমস্যার সমাধান করা যায়। এমনকী হার্টের জন্য একদম ধন্বন্তরি এই পানীয়। তাই এই পানীয় নিয়মিত পান করতে বলেন আয়ুর্বেদিক বিশেষজ্ঞরা। তবেই হার্টের অসুখ থেকে দূরে থাকতে পারবেন। আমলা জুস তৈরি করবেন কী ভাবে ? ১. প্রথমে ২ থেকে ৩ টি আমলকী নিন। . আমলকীগুলি কেটে নিয়ে একটি ব্লেন্ডারে রাখুন। ব্লেন্ডারের পাত্রে ১ থেকে ২ কাপ জল দিন। এর সঙ্গে মিশিয়ে দিন আদা, মরিচ, মধু ও কিছুটা নুন। এরপর ব্লেন্ডার কিছুটা সময় ঘোরান। তারপর মিক্সার থেকে নামিয়ে ছেঁকে খেয়ে নিন। এই হল আমলা জুস তৈরির সহজতম কৌশল। তবে কারও ডায়াবিটিস, ব্লাড প্রেশারের সমস্যা থাকলে মধু ও নুন মেশাবেন না। এতে সমস্যা তৈরি হবে। এই জুসে রয়েছে পুষ্টির ভাণ্ডার, যেমন - ১. আমলকীতে ২০টি কমলালেবুর সমান ভিটামিন সি রয়েছে, এর পাশাপাশি ২. ভিটামিন এ ৩. ভিটামিন ই ৪. আয়রন ৫. ক্যালশিয়াম ৬. প্রোটিন ৭. কার্ব ৮. ফাইবার ৯. অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এই সমস্ত উপাদানগুলি মিলে আমলকী ফলের রাজা হয়ে উঠেছে। সুগার, প্রেশার, হার্টের অসুখ সব রোগেই এই ফল দারুণ কাজ করে।

গরমে ঢক ঢক করে পান করুন বাটার মিল্ক

গ্রীষ্মের খর বেলায় ঠান্ডা শরবত পানের মজাই আলাদা! অনেকে আবার গরমকালে কোল্ড ড্রিংকস পান করতেও ভালোবাসেন। তবে এই ধরনের পানীয় অনেকক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যকর হয় না। বিশেষ করে সফট ড্রিংকসে থাকে প্রচুর মাত্রায় ক্যালোরি আর ফ্যাট। অথচ আমাদের হাতের কাছেই এমন এক দেশীয় পানীয় রয়েছে যা পান করলে তরতাজা তো লাগেই, তার সঙ্গে মেলে একাধিক স্বাস্থ্যগুণ।

বাটারমিল্ক বা ছাঁচ হল এমনই এক পানীয়। ছাঁচ পানের পরেই শরীর ধীরে ধীরে ঠান্ডা হতে থাকে। শরীর ও মনে মেলে প্রশান্তি। এই চমতার পানীয়টি তৈরি করাও সোজা। দুধ থেকে মাখন তৈরির পর যে অংশটি বেঁচে থাকে তা দিয়েই বানিয়ে নেওয়া যায় সুস্বাদু এবং উপকারী পানীয়টি। এই পানীয়ে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোবায়োটিক যা হজম ক্ষমতা যেমন বাড়ায় তেমনই বহু রোগও দূরে রাখে। প্রশ্ন হল, আর কী কী উপাদান রয়েছে বাটার মিল্ক-এ যার কারণে পুষ্টিবিদরা বারংবার ছাঁচ পানের পক্ষে সওয়াল করছেন? দেখা যাক।

পুষ্টিবিদরা বলছেন বাটার মিল্ক-এ রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন। ফলে বাটার মিল্ক পানে পেশির জোর বাড়ে। এছাড়া শরীরে কোনও ক্ষত তৈরি হলে তা দ্রুত পূরণ করতেও সাহায্য করে। ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে। এছাড়া ছাঁচে রয়েছে যথেষ্ট মাত্রায় ক্যালশিয়াম। ফলে নিয়মিত বাটার মিল্ক পানে হাড় ও দাঁতের জোর বাড়ে। এক গ্লাস বাটার মিল্ক -এ থাকে প্রচুর পরিমাণে প্রোবায়োটিক বা উপকারী ব্যাকটেরিয়া। ফলে যে কোনও খাদ্য দ্রুত হজম করতে সাহায্য করে। এছাড়া প্রবায়োটিক কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধ করতেও সাহায্য করে। দূর করে কোষ্ঠ্যকাঠিনের সমস্যাও। আর কী রয়েছে বাটারমিল্ক-এ? আছে চোখের পক্ষে উপকারী ভিটামিন এ। আর আছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জোরদার করতে, কিডনি ভালো রাখতে, ফুসফুসের ক্ষমতা বৃদ্ধির উপযোগী বেশ কিছু খনিজ। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিদিন এক গ্লাস ছাঁচ খেলে হারানো স্বাস্থ্য যেমন দ্রুত ফিরে পাওয়া যাবে, তেমনই রোগবালাইও পালানোর পথ পাবে না। ডায়েটিশিয়ানরাও বারং বার বাটার মিল্ক পান করতে বলছেন এই গ্রীষ্মে। কারণ, বাটার মিল্ক-এ রয়েছে বি ভিটামিন যেমন রাইবোফ্ল্যাভিন যা দেহে প্রোটিনকে কাজে লাগাতে সাহায্য করে।

দুধের বিকল্প ?

বহু লোকের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স থাকে। ফলে দুধ খেলেই তাঁদের ডায়ারিয়া হয়। এই ধরনের লোকেরা ক্যালশিয়াম এবং প্রোটিনের অভাবে ভুগতে পারেন। এমন ব্যক্তিদের জন্য দুধের বিকল্প খাদ্য হল ছাঁচ। কারণ ছাঁচে ল্যাকটোজ থাকে না। অথচ প্রোবায়োটিক থাকার কারণে ছাঁচ হজম করতে কোনও সমস্যাই হয় না। এছাড়া ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকায় অম্বলের সমস্যাও প্রতিহত করে। তাই খাবার খাওয়ার একঘণ্টা বাদে একগ্লাস ছাঁচ অবশ্যই পান করুন। বাচচা তো বটেই, বয়স্করাও নিশ্চিন্তে ছাঁচ খেতে পারেন।

কোলেস্টেরল কমায়! হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য বাটার মিল্ক-এর কোনও বিকল্প নেই। কারণ হার্ট অ্যাটাকের জন্য দায়ী থাকে যে কোলেস্টরল তার মাত্রা কমাতে পারে নিয়মিত বাটার মিল্ক-এর সেবন। কারণ ১০০ গ্রাম বাটার মিল্ক-এ থাকে মাত্র ০.৫ গ্রাম স্যাচুরেটেড ফ্যাট। দুধে কিন্তু ফ্যাটের মাত্রা থাকে অনেক বেশি। ফলে দুধের বদলে ছাঁচ পান করলে দেহে ফ্যাট প্রবেশ করে সামান্য। পেটও ভরতি থাকে। তাই যখনতখন উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত উলটোপালটা খাদ্য, ভাজাভুজি খাওয়াও কম হয়। ফলে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ে না। এছাড়া ফ্যাটের মাত্রা কম থাকার জন্য ওজন কমাতেও সাহায্য করে।

কীভাবে বানাবেন ছাঁচ?

উপাদান- ক্রিম, জল, পুদিনা পাতা, ধনে গুঁড়ো, বিট নুন, আদা, গোলমরিচ।

পদ্ধতি - এক কাপ ক্রিম নিয়ে তা এক গ্লাস জলে ঢেলে চামচ দিয়ে গুলতে থাকুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্রিম থেকে ফ্যাট অংশটি আলাদা হয়ে জলের উপরে ভেসে উঠবে। ওই ফ্যাট বাদ দিয়ে বাকি অংশ ছেঁকে নিন। এই হল আপনার বাটার মিল্ক। এবার ওই বাটার মিল্ক-এর সঙ্গে মিশিয়ে নিন পুদিনা পাতা, ধনে গুঁড়ো, বিট নুন, আদা, গোলমরিচ। গ্রীষ্মের দুপুরে দু'কুচি বরফ দিয়ে নিশ্চিন্তে পান করুন।

সারাদুপুর জমিয়ে ভাং-ঠান্ডাই খেয়েছেন বিকেলে কি চা, কফি খাওয়া উচিত ?

কোভিডের প্রকোপে পর পর তিন বছর হোলির তেমন ঘনঘটা ছিল না। সংক্রমণের প্রকোপে সকলেই প্রায় গৃহবন্দি ছিলেন। তিনবছর পর এই বছর আবারও সকলে মেতে উঠেছেন হোলিতে। বিভিন্ন ক্লাব, রিসর্টে, পাড়ায় পাড়ায় আয়োজন করা রয়েছে বসন্ত উতবের। হোলি মানেই কাছের বন্ধু, আত্মীয়দের সঙ্গে আড্ডা, খাওয়া-দাওয়া।

রোদ, বসন্তের আবহে হোলির পার্টিতে ভাং, ঠান্ডাই থাকবেই। হোলিতে ভাং খাওয়া একরকম রীতি। এখন অনেক দোকানেই সুন্দর করে ভাং বানিয়ে বিক্রি করা হয়। আর রোদ, গরমে ঘন দুধ, কেশর, ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে বানানো ঠান্ডাই খেতে বেশ লাগে। উতবের আবহে তাল মেলাতে গিয়ে অনেকেই নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন না। তখন গ্লাসের পর গ্লাস ভাং খেয়ে নেন। বিশেষত যাঁরা প্রথম বার ভাং খাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে উতাহের অন্ত থাকে না।

এমনিতেই এক বার ভাং খেলে তার রেশ পরের কয়েক দিন পর্যন্ত থেকে যায়। ঝিম ভাব, শরীরে ব্যথা, ঘুম ঘুম ভাব। প্রথম বার খেলে ভাঙের প্রভাব ঠিক কতটা গাঢ় ভাবে পড়বে, তা আগে থেকে বলা যায় না। সে কারণে প্রথম বার ভাং খেলেও তার মাত্রাটা যেন কম থাকে। ঢকঢক করে ভাঙের শরবত না খেয়ে, অন্য ভাবেও ভাং খাওয়া যেতে পারে। ভাং এর কুলফি, চকোলেট, মিষ্টি, ম্যুজ অনেক কিছুই পাওয়া যায়। ভাং এর চকোলেট খেতেও খুব ভাল লাগে। রং খেলার মাঝে মুখে পুরুন এই চকোলেট। তবে দুপুরে পেট ভরে ভাং খাওয়ার পর কিছু জিনিস মাথায় রাখতেই হবে।

ভাং এমনিতেই বেশ ভারী। তাই ভাং এর সঙ্গে অন্য কোনও খাবার না খাওয়াই ভাল। খালি পেটে যেমন ভাং খাবেন না তেমনই ভাং এর সঙ্গে কোনও রকম ভাজা, গুরুপাক খাবার চলবে না। ভরপেট ভাং খেয়ে বিরিয়ানি, পোলাও, মাটন এসব তো একেবারেই নয়। সারা দুপুর ভাং খেয়ে বিকেলে বাড়ি ফেরার পর প্রথমেই আগে ভাল করে স্নান করে নিন। এরপর জল খান বেশি করে। প্রয়োজনে ডাবের জল, ফলের রস খান। ভাং খাওয়ার পর শরীরে যত বেশি ফ্লুইড যাবে ততই কিন্তু ভাল। ভাং এর পর জল বেশি করে খেলে মেশা বেশি চড়তে পারে না। এছাড়াও ফ্রেশ ফল, ফ্রুট স্যালাড বা ফাইবার জাতীয় খাবার খেতে পারেন। সেই সঙ্গে ইসবগুল, ত্রিফলা এসবও খেতে পারেন। তবে ভাং খেয়ে মাথা ধরলে লিকার চা বা ব্ল্যাক কফি খেতে পারেন। এতে শরীর স্বস্তি পাবে। বেশিক্ষণ মাথাব্যথা থাকে না।

প্লাস্টিকের কাপে চা খান ? রোগের আশঙ্কা তুঙ্গে

বর্তমানে চায়ের দোকানগুলিতে এখন কাচের গ্লাসের বদলে ব্যবহার হচ্ছে কাগজের কিংবা প্লাসটিকের কাপ। কাচের গ্লাস পরিষ্কার করা, যত্ন করে রাখা, এসবের ঝক্কি অনেক ! আর এদিকে কাগজের কাপ বা প্লাস্টিকের কাপের ক্ষেত্রে এত ঝামেলা নেই। তাই তো চায়ের দোকানে এমন কাপের ব্যবহার দিনে দিনে বাড়ছে। কিন্তু জানেন কি, এর থেকে কতটা ক্ষতি হতে পারে ? গবেষণায় বলছে কাগজের কাপে থাকে হাইড্রোফোবিক ফিল্ম নামে এক ধরনের মাইক্রোপ্লাস্টিক। যাতে গরম চা ঢাললেই সেই প্লাস্টিকের কণা কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিশে যায় চায়ে। গবেষকরা জানাচ্ছে, অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় কয়েক হাজার মাইক্রোপ্লাস্টিক মিশে যেতে পারে আপনার সাধের চায়ে। আর তার থেকে বিপত্তি বাড়তে পারে। বিশেষ করে একাধিক রোগের খপ্পরে পড়ার আশঙ্কা বাড়ে। মাটির ভাঁড়ের বদলে যে হারে প্লাস্টিকের কাপের ব্যবহার আমাদের দেশে শুরু হয়েছে, তাতে আমাদের শরীর রোগমুক্ত রাখাটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অব মেডিসিনে প্রকাশিত একটি

প্রতিবেদন অনুসারে ভারতে প্লাস্টিকের ব্যবহার অনেক বেশি। আর তা থেকেই ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ছে। সাম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে, বিশ্বে ক্যানসার বিস্তারের পরিসংখ্যান অনুসারে চিন ও আমেরিকার পরই ভারতের স্থান। প্রতি বছরই আমাদের দেশে ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে ৪.৫ থেকে ৫ শতাংশ হারে। গবেষণায় জানা গিয়েছে, ক্যানসারের একটা অন্যতম কারণ হল যথেচ্ছ পরিমাণে প্লাস্টিকের ব্যবহার। বিশেষ করে অনুষ্ঠান বাড়ি থেকেরাস্তার খাবারের দোকান! জলের বোতল থেকে শুরু করে চায়ের কাপ, সবেতেই প্লাস্টিক। নামী-দামি রেস্তোঁরা বা কফি শপেও আকছার প্লাস্টিকের ড্রিঙ্ক পট দেখা যায়। আর এ সবের হাত ধরে এমন মারণ রোগে আক্রান্ত হওয়ার পথ প্রশস্ত হচ্ছে। প্লাস্টিকের চায়ের কাপ থেকে মুখে এবং লিভারে ক্যানসার ছড়াতে পারে। আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অব মেডিসিনের মুখ্য গবেষকরা তেমনটাই জানিয়েছে। তাঁদের মতে, চায়ের কাপ মূলত মাইক্রোপ্লাস্টিক দিয়েই তৈরি হয়। এর মধ্যে যে টক্সিক পদার্থ, বিসফেনল রয়েছে, তা ক্যানসারের অন্যতম কারণ। মহিলাদের ইস্ট্রোজেন হরমোনের কার্যকারিতাও কমায় এই ক্ষতিকারক উপাদান। অন্যদিকে পুরুষদের শুক্রাণু কমিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এই বিসফেনল। মাটির ভাঁড়ের তুলনায় প্লাস্টিকের কাপ সস্তা ও সহজলভ্য। তবে এই ধরনের কাপ তৈরি করতে যে সব উপাদান ব্যবহার করা হয় তা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। শ্বাসকষ্ট, অটিজম থেকে শুরু করে স্তন ক্যানসারের মতো ভয়াবহ অসুখ ছড়াতে পারে এর থেকেই। তাই সময় থাকতে থাকতে সাবধান হন। প্লাস্টিকের চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া এড়িয়ে যান। না হলে কিন্তু বিপদ !

বিদ্যুৎ কায়স্থ'র দুটি কবিতা

হে বর্ষা

হে বর্ষা,
প্রতিবার তোমার এই ঘন কালো মেঘ করিতেছে কত ঘর কত জন নিস্তানা
হয়েছে নিশ্বঃ হয়েছে বিশ্ব
তোমার এই প্রকোপে বলে
হয়েছে তারা দিশাহারা
হে বর্ষা।
তোমার এই রূপে কি করিব মূল্য নিরূপণ।
আমি তো হইয়াছি মা তোমার মধ্যে সমর্পণ।

এইতো আবার দেখি
তোমায় শরৎ বসন্তের ফুল্য পুষ্প মুকরিত।
তোমার বর্ষা আসাঢ়ে তর্জনে
এই যে সিংহের গর্জনে করেছে কত নিবোধ শিশু কান্না আনন্দ
কেটেছে শৈশব কেটেছে বাল্য
সে হাস্য আনন্দোছলে।
এইতো আবার দেখি
বড়রা কত লুটেছে কত ঘটেছে
তোমার এই ধরাতলে। হয়েছে নিঃস্ব তোমার এই প্রকোপতলে
তোমার এই আনন্দচ্ছলে
হয়েছে কত পিতা নিঃস্ব
কেঁদেছে কত কিষান।
রয়েছে কত দৃশ্য।
কেঁপেছে ভুবন,
ডুবছে ফসল,
ডুবেছে ভুবন,
ডুবেছে আত্নমান,
দেখেছি আমি হয়েছে কত আত্মহারা
তোমার এই আনন্দচ্ছলে হয়েছি
আমি মা দিশাহারা
তোমার এই জীবন প্রভাত আনন্দচ্ছলে।

আমি সেই দিগন্তে চলা পথিক

আজ বৃষ্টি ভেজা ঘন কালে
মন নেই তো কোন অবসাদে,
আমি জীবন চলার দিগন্তে ব্রত।।
হে অপরূপা প্রকৃতি নারী,
তুমি রহিয়াছো যে মোর অতীত জীবনের প্রতিচ্ছায়া।।

তবুও
হে অপরূপা প্রকৃতি নারী
তুমি আজও রহিয়াছো যে
মোর জীবন চলার প্রতিচ্ছবি!!
আমি হইয়াছি নিঃশব্দ,
আমি হয়ে আছি দিশাহীন।
বহু রজনীর তরে।।
আমি খুঁজিয়াছি জবাব বহুবার অন্তর আত্ন অভিধানে
ততবার হইয়াছি আমি হতবাক।
তাই তো আমি তোমায় মোর জীবন অধ্যায় অনুধ্যায় করি
কোথাও যেন থমকে গেছি আমি!!
হে অপরূপা প্রকৃতি নারী,
আমি মনে করিয়াছি বহুবার তরে।
এই নিঃশব্দ নিস্তেজ দিবাতরে,
আমি হইয়াছি বহুবার উদ্বাস্তু এই দিবালোকে চলে।।

হে অপরূপা প্রকৃতি নারী
তুমি কি ছলনাময়ী ?
জানি না গো মোরে
নিঃশব্দ ঘন কালো মেঘে।
আমি হইয়াছি গো
আবদ্ধ আজও
বহুবার তোমার স্বপনে।
হয়েছি আমি দিবাহারা।।
তাইতো আজ নাই গো কোনো আস্তানা,
তাই তো হয়েছি আমি উন্মুক্ত দিশাহারা।।
আমি সেই নিঃশব্দে জীবন চলার অধ্যায়ের ব্রত।
আমি সেই দিগন্তে ছুটা এক উন্মুক্ত পথ চলারত।।
হে অপরূপা প্রকৃতি নারী
মিলেছে বহুবার আত্ন প্রতিভাষ আজও করতে পারিনি কিছু আত্মসাৎ।।
তাইতো আমি তোমায় মোর জীবন অধ্যায়ে অনুধ্যায় করি
কোথাও যেন থমকে গেছি আমি !!
হে অপরুপা প্রকৃতি নারী,
আর নেই গো সেই কোন আবদার, নেই তো কোন বাজিমাত।
আমি সেই দিগন্তে ছুটা এক পথিক।।
হে অপরূপা প্রকৃতি নারী,
তুমি রহিবে মোর কাছে
চিরতরে জীবন স্মৃতির এক প্রতিচ্ছবি!!

তাইতো আমি তোমায় মোর জীবন অধ্যায়ে অনুধ্যায় করি।
কোথাও যেন থমকে গেছি আমি !!
আমি সেই নিস্তেজ নিঃশব্দ
জীবন চলার অধ্যায়নে ব্রত।
তাই আমি দিগন্তে ছুটা এক পথিক।।

আমি সেই উন্মুক্ত নতুন দিগন্তে ব্রত
তাইতো আমি আত্মগ্লানি ও অভিমানে রত।
হে অপরূপা প্রকৃতি নারী
তুমি রইবে মোর কাছে চিরতরে
জীবন স্মৃতির এক প্রতিচ্ছবি!!

পঞ্চায়েত ভোটে সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ, হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে বঙ্গ

কলকাতা, ২২ জুন (হি.স.): পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে গেল রাজ্য এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অপূর্ব সিন্‌হা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, শুক্রবার মামলাটি শোনা হবে।

হাওড়ার উলুবেড়িয়ার ১ নম্বর ব্লকের বহিরা এবং ধূলিসামলি পঞ্চায়েতের সিপিএম প্রার্থী কাশ্মীরা বিবি ও অনুজা বিবি মনোনয়নপত্র বিকৃতির অভিযোগ তোলেন। দু’জনের দাবি, ওবিসি হওয়া সত্ত্বেও মনোনয়নপত্রের চেকলিস্টে জাতিগত শংসাপত্রের জায়গায় তার উল্লেখ করেননি ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক বা বিডিও। তাঁরা মনে করেন, নির্বাচনী নথি বিকৃতির ফলে তাঁদের মনোনয়নপত্র স্ক্রুটিনিতে বাদ পড়ে গিয়েছে। বিডিওর কাছে সেই অভিযোগ জানাতে যান তাঁরা। তবে বিডিও অভিযোগ নেননি বলেই দাবি। আর তারপরই এই অভিযোগের জল গড়ায় কলকাতা হাই কোর্টে।ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেন, “যে আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি রাজ্য সরকারি কর্মচারী। তাই রাজ্যের কাছে এই তদন্তের ভার দেওয়া সমীচীন হবে না।” এরপর এই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন বিচারপতি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঠিক আগের দিন অর্থাৎ আগামী ৭ জুলাই এই মামলার তদন্ত রিপোর্ট হাই কোর্টে পেশের নির্দেশ দেন বিচারপতি। কলকাতা হাই কোর্টের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য। রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মামলায় দ্রুত শুনানির আর্জি জানান। বৃহস্পতিবার বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অপূর্ব সিন্‌হা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, শুক্রবার মামলাটি শোনা হবে।আগামীকাল শুনানিতে কী হয়, সেদিকেই নজর সকলের।

উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়ে গভীর খাদে পড়ল গাড়ি

পিথোরাগড়, ২২ জুন (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড় জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের এবং দু’’জন গুরুতর আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পিথোরাগড় জেলার মুন্সিয়ারি ব্লকে। আইজি কুমাওন নীলেশ ভারনে জানিয়েছেন, আহত দু’’জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার একটি যাত্রীবোঝাই গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। গাড়িটিতে কতজন ছিলেন সে বিষয়ে এখনও স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি, তবে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে ও দু’’জন গুরুতর আহত হয়েছেন। গাড়িটি ভেঙে একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। এই দুর্ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। তিনি জানান, বাঘেশ্বরের শামা থেকে পিথোরাগড়ের নাচনির দিকে আসা একটি গাড়ির দুর্ঘটনার বিষয়ে জেনে ব্যথিত। ঈশ্বরের কাছে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করছি।’

এদিকে, বৃহস্পতিবার সকালেই উত্তর প্রদেশের এটাহ-তে আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ের ওপর একটি বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এই দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

২৪ ঘন্টার মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র প্রবেশ করবে বর্ষা, বাড়বে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি

কলকাতা, ২২ জুন (হি.স.): আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যেই অর্থাৎ শুক্রবারের মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন অংশে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করবে।বাড়বে বিক্ষিপ্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টি চলছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির আকাশ ছিল মেঘলা। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি। গুমোটভাবে একেবারে কেটে গিয়েছে দক্ষিণবঙ্গে, এদিনও দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টিও হয়েছে।

বৃহস্পতিবাবার সকাল থেকে মেঘলা ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ। আর্দতাজনিত অস্বস্তিও ছিল না। তবে, বিগত কয়েকদিনের মতো বৃহস্পতিবারও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯ ডিগ্রির ঘরেই। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এদিন ছিল ২৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী তিন দিনে অন্তত ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমে যেতে পারে। বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়া, এই চার জেলাতে। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে। ক্রমশ বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে।

উদ্ধব ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা কমানো হয়নি : দীপক

মুম্বই, ২২ জুন (হি.স.): মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা কমানো হয়নি। জানিয়ে দিলেন মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী দীপক কেসারকার। তিনি বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, ’উদ্ধব ঠাকরে ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা কমানো হয়নি। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর এ বিষয়ে স্পষ্টীকরণ দিয়েছে। সঞ্জয় রাউত এবং আদিত্য ঠাকরের এটি সম্পর্কে মিথ্যা বলা উচিত নয়।’

যদিও, পাল্টা তোপ দেগেছেন সঞ্জয় রাউত। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি সঞ্জয় রাউত বলেছেন, ’এগুলি সবই রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত, তা ইডি-র অভিযান হোক অথবা নিরাপত্তা কমানো হোক। কিন্তু তাঁরা নিজেদের কৃতকর্মের ফল পাবে। তাঁরা (বিজেপি) সর্বোচ্চ কী আর করতে পারে, তাঁরা আমাদের গুলি করতে পারে অথবা জেলে পাঠাতে পারে।’

বিদেশে থেকে পঞ্চায়েতে মনোনয়ন! তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে হাই কোর্টে সিপিএম

কলকাতা, ২২ জুন (হি.স.): রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে এবার বিদেশে থাকা ব্যক্তির নামে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার অভিযোগ। রয়েছেন সৌদি আরবে, অথচ বসিরহাটের মিনাখাঁর কুমারজোলর গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মইনুদ্দিন গাজি। সৌদি আরবে বসে কীভাবে বাংলার ভোটযুদ্ধে অংশ নিলেন, এই প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করল সিপিএম। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে বৃহস্পতিবারই মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

মিনাখাঁর কুমারজোলর গ্রাম পঞ্চায়েতে শাসকদলের প্রার্থী মইনুদ্দিন গাজি। মামলাকারী আইনজীবী সলোনি ভট্টাচার্য্য ও শামীম আহমেদের দাবি, পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারির দিন মইনুদ্দিন গাজি দেশ ছাড়েন। হজ কমিটি থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ৪ জুন সৌদি আরবে যান। তাঁর ১৬ জুলাই রাজ্যে ফেরার কথা।

প্রার্থী অনুপস্থিত হলেও মনোনয়নপত্র জমা পড়ে গিয়েছে। প্রার্থী সৌদি আরবে থাকা সত্ত্বেও কীভাবে মিনাখাঁয় মনোনয়নপত্র জমা দিলেন মইনুদ্দিন, এই প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ সিপিএম।

মামলাকারীদের অভিযোগ, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এবং পঞ্চায়েতের রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে যোগসাজশ না থাকলে প্রার্থীর অনুপস্থিতিতে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া সম্ভব নয়। বৃহস্পতিবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন। তাঁর এজলাসেই এদিনই মামলার শুনানির সম্ভাবনা। মইনুদ্দিন গাজি শেষ পর্যন্ত ভোটযুদ্ধে লড়তে পারবেন কিনা, ভাগ্য নির্ধারণ হতে পারে আজই।

উত্তর প্রদেশে বাস উল্টে আহত অন্তত ৩০ জন, চালক ঘুমিয়ে পড়াতেই ঘটল দুর্ঘটনা

এটাহ, ২২ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের এটাহ-তে আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ের ওপর দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি বাস। এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৩০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের শ্রাবস্তি থেকে বাসটি রওনা দিয়েছিল গুজরাট যাওয়ার উদ্দেশে। এটাওয়ার কাছে আগরা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ের উপরে আচমকাই বাসটি উল্টে যায়। আহত হন অন্তত ৩০ জন বাসযাত্রী।

পুলিশের অনুমান, চালক ঘুমিয়ে পড়াতেই দুর্ঘটনা। সার্কল অফিসার নগেন্দ্রকুমার চৌবে বলেন, “শ্রাবস্তি থেকে গুজরাট যাচ্ছিল বাসটি। বাসে ৮০ জন যাত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনায় তাঁদের মধ্যে ৩০ জন আহত হয়েছেন। তবে কারও আঘাতই গুরুতর নয়। সকলকেই সাইফাই মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হয়েছে। খুব সম্ভবত বাসের চালক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তার জেরেই দুর্ঘটনা।” তবে সত্যিই চালক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট ভাবে জানা যায়নি। বাসে যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে দুর্ঘটনার কথাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না পুলিশ আধিকারিকরা।

ডিলিমিটিশনের ফলে রাজ্যের ১০২টি আসনে অসমিয়া ভোটারদের অংশীদার গর্বের বিষয় : মন্ত্রী পীযূষ

গুয়াহাটি, ২২ জুন (হি.স.) : ডিলিমিটিশনের ফলে অসমের ১২৬-এর মধ্যে ১০২টি আসনে বিপুল সংখ্যক অসমিয়া ভোটার অংশীদার হবেন। অসমিয়া ভোটারদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এক গর্বের বিষয়। বলেছেন রাজ্য সরকারের প্রবক্তা তথা বহু দফতরের মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে জনতা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত ডিলিমিটেশনের খসড়া প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলের নানা অভিযোগের জবাব দিচ্ছিলেন মন্ত্রী পীযূষ। তিনি বলেন, সংসদীয় এবং বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের ফলে মূল ভারতীয় তথা অসমিয়াদের গর্ব করা উচিত। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মূল ভারতীয়দের প্রাধান্য বজায় রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে মূল ভারতীয় তথা অসমিয়া জনগণ অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন, এবার তার অবসান ঘটেছে। মন্ত্রীর দাবি, ভারতের নির্বাচন কমিশন সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে এই অনিশ্চয়তার সমাধান করেছে।

এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী হাজরিকা বলেন, ডিলিমিটেশন প্রস্তাবে অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (এআইইউডিএফ)-প্রধান বদরউদ্দিন আজমলের অসন্তুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কেননা, কিছু তত্ত্ব অসমকে গ্রাস করে ফেলতে চেয়েছিল, যা নির্বাচন কমিশনের জারিকৃত টিলিমিটেশন প্রস্তাবে তছনছ হয়ে গেছে। তিনি বলেন, এর আগে অসমিয়া জনতা চাইলেও রাজ্যে ৪২ থেকে ৪৩টি আসনে কাউকে জেতাতে পারেননি। কিন্তু আজ সীমানা পুনর্নির্ধারণের ফলে পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, অসমিয়া জনগণ তাঁদের পছন্দের প্রার্থীদের ১০২টি আসনে জয়ী করতে সক্ষম হবেন।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে তুষ্ট করার রাজনীতি করছেন। বরাকে সমগ্র অসম তথা ভারতের স্বার্থ দেখা উচিত।

একইসঙ্গে তিনি আন্দোলন-খ্যাত বিধায়ক অখিল গগৈকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তিনি যেন জাতি-উপজাতিদের বিভ্রান্ত করে বিবাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা না করেন। অখিল গগৈ এখন অসমের নেতা। অসমের বৃহত্তর স্বার্থে তাঁদের ভাবা উচিত।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার ইশারায় সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে, বিরোধী দলগুলির এই অভিযোগ বেমালুম খণ্ডন করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। মন্ত্রী বলেন, যা হয়েছে, তা ভারতের নির্বাচন কমিশন করেছে, এখানে রাজ্য সরকার বা মুখ্যমন্ত্রীর কোনও হাত নেই। তবে কারিগরি ত্রুটি যেখানেই থাকুক না-কেন, তা সংশোধনের জন্য সরকার নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করবে বলেও জানান তিনি।

প্রার্থনা চলাকালীন হঠাৎ সংজ্ঞাহীন, দক্ষিণ কলকাতার স্কুলে আকস্মিক মৃত্যু ছাত্রীর

কলকাতা, ২২ জুন (হি.স.): দক্ষিণ কলকাতার একটি স্কুলে আকস্মিক মৃত্যু হল এক ছাত্রীর। ৪ বছরের ওই ছাত্রী স্কুলের প্রার্থনা হলে হঠাৎই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে বলে জানা গিয়েছে। তাকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা ওই ছাত্রীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এলগিন রোডের নামী ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে পড়ত ওই ছাত্রী।

বৃহস্পতিবারও অন্যান্য দিনের মতো সে নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে গিয়েছিল। সকাল ৯টা নাগাদ স্কুলে প্রার্থনা চলছিল।

হঠাৎ শোনা যায়, এক ছাত্রী প্রার্থনা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ছাত্রীটি প্রার্থনার মাঝেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ দ্রুত তাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকেরা জানান, হাসপাতালে আসার আগেই ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। পুলিশকে পুরো বিষয়টি জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

চিনের বারবিকিউ রেস্তোরাঁয় গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন; ঝলসে মৃত্যু ৩১ জনের, আহত বহু

বেজিং, ২২ জুন (হি.স.): চিনের একটি রেস্তোরাঁয় গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে অগ্নিকাণ্ডে ঝলসে মৃত্যু হল অন্তত ৩১ জনের। আহত হয়েছেন বহু মানুষ। তাঁদের মধ্যে অনেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। বুধবার স্থানীয় সময় রাত ৮টা ৪০ মিনিট নাগাদ বিস্ফোরণ ঘটে। তার পর শুরু হয় উদ্ধারকাজ। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ভোর ৪টে নাগাদ উদ্ধারকাজ শেষ হয়।

নিংজিয়া হুই স্বয়ংশাসিত এলাকার রাজধানী ইনচুয়ানের এই এলাকায় প্রচুর রেস্তোরাঁ রয়েছে। ‘ড্রাগন বোট ফেস্টিভ্যাল’ উপলক্ষে আশপাশের আর পাঁচটি রেস্তোরাঁর মতোই ফুইয়াং নামের একটি বারবিকিউ রেস্তোরাঁতেও ভিড় জমিয়েছিলেন মানুষ। স্থানীয় সময় রাত ৮টা ৪০ মিনিট নাগাদ রেস্তরাঁর রান্নাঘরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়।

তাতে অন্তত ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

স্ফোরণের পরই উদ্ধারে ছুটে আসে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরুর উপর জোর দেন। আহতদের দ্রুত চিকিৎসার নির্দেশও দিয়েছেন শি। জানা গিয়েছে, আহতদের মধ্যে সাত জনের অবস্থা গুরুতর। তাঁদের মধ্যে এক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দু’জনের শরীরের বড় অংশ পুড়ে গিয়েছে। দু’জন বিস্ফোরণের পর কাচ বিঁধে আহত হয়েছেন।

সকলকেই দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সমাজে নার্সদের অবদানের স্বীকৃতি, ”জাতীয় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল পুরস্কার” প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার ”জাতীয় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল পুরস্কার” প্রদান করেছেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি ২০২২-২৩ সালের জন্য এই পুরস্কার, প্রাপকদের হাতে তুলে দেন। সমাজে নার্সদের অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতিতে তাঁদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ১৯৭৩ সালে এই পুরস্কার প্রবর্তন করে।

সমাজে নার্সদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০২২-২৩ সালের জন্য ”জাতীয় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল পুরস্কার” প্রাপকদের হাতে তুলে দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ প্রমুখ।

শেখার ও দক্ষতার ক্ষেত্রে দুর্দান্ত সম্ভাবনা প্রদান করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি.স.): শেখার ও দক্ষতার ক্ষেত্রে দুর্দান্ত সম্ভাবনা প্রদান করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার জি-২০ শিক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ’শিক্ষাই কেবলমাত্র সেই ভীত নয়, যার উপর আমাদের সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এটি মানবতার ভবিষ্যতের স্থপতিও বটে। শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে আপনারা সকলের জন্য উন্নয়ন, শান্তি এবং সমৃদ্ধির জন্য আমাদের প্রচেষ্টায় মানবজাতিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।’

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ’বলা হয়ে থাকে যে, প্রকৃত জ্ঞানই নম্রতা দেয়, নম্রতা থেকে আসে সার্থকতা, যোগ্যতা থেকে সম্পদ পাওয়া যায়, সম্পদ মানুষকে ভালো কাজ করতে সক্ষম করে এবং এটিই আনন্দ নিয়ে আসে! এ জন্য, আমরা ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ ফর প্রফিসিয়েন্সি ইন রিডিং উইথ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড নিউমেরেসি (নিপুন) ভারত উদ্যোগ শুরু করেছি। আমাদের অবশ্যই ২০৩০ সালের মধ্যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে এটি নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।’

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ’আমাদের উদ্দেশ্য হতে হবে উন্নত শাসনের সঙ্গে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা। এতে আমাদেরকে নতুন ই-লার্নিংকে উদ্ভাবনীভাবে মানিয়ে নিতে হবে।’ মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, ’সুযোগের পাশাপাশি প্রযুক্তিও চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। আমাদের সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে জি-২০।’

বগাফা কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে কাঠালিয়া ভিলেজে গ্রাম সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ জুন।। রাজ্যসরকার কৃষকদের আয় দ্বীগুন করতে প্রচেষ্টা করেযাচ্ছে। রাজ্যসরকারের এই উদ্দ্যেশ্যকে সাফল্যমন্ডীত করতে দিবারাত্র কাজ করেযাচ্ছে বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস। তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাসের উদ্দ্যোগে কৃষকদের কাছে সঠিক পরিকল্পনা গুলি পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার কাঠালিয়া ভিলেজে এলাকার কৃষকদের নিয়ে ও এলাকার লোকজনদের নিয়ে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠীত করাহয়। আজকের এই আলোচনাসভার মাধ্যমে কৃষকদের জন্য কিকি পরিকল্পনা হাতে নেওয়াহয়েছে এবং তা কিভাবে বাস্তবায়িত করাযায় তানিয়ে আলোচনা করাহয়। আজকের এই কর্মসূচী সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান বগাফা কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস। বগাফা কৃষি দপ্তরের উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের এই গ্রাম সভায় উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাযায়।

কৈলাসহরের সোনামুখীতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। কৈলাসহরের সোনামুখীতে বৈ'ানিক পদ্ধতিতে বর্জ্যব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের আজ উদ্বোধন করেন শ্রমমন্ত্রী টিংকু রায়। কেন্দ্রটির উদ্বোধন করে শ্রমমন্ত্রী বলেন, কৈলাসহর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ এলাকার বর্জ্যসামগ্রী সংগ্রহ করা হবে। এই বর্জ্যসামগ্রী থেকে এই কেন্দ্রে বৈ'ানিক পদ্ধতিতে জৈবসার উৎপাদিত হবে। এই জৈবসার ক'ষকগণ ব্যবহার করতে পারবেন। বর্তমানে আবর্জনা সংগ্রহের কাজে যারা যুক্ত এবং ভবিষ্যতে যারা যুক্ত হবেন তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখতে তিনি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যন্ত্র ব্যবহার করে অনেক কাজ করা গেলেও কিছু কাজ মানুষকেই করতে হয়। উল্লেখ্য, বর্জ্যব্যবস্থাপনা প্রকল্পটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন নীতিশ দে। উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস, গৌরনগর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান নারায়ণ সিনহা, ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুশান্ত সরকার প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কৈলাসহর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রশাসনিক শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ ৬ জনের হাতে পিআরটিসি, এসটি ও ইনকাম সার্টিফিকেট তুলে দেন।

অভিযান

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন। প্রতিটি মহকুমা প্রশাসন ও খাদ্য দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বাজারে নজরদারি বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগরতলা শহরের লেক চৌমুহনী ও দুর্গা চৌমুহনী বাজারে মহকুমা প্রশাসন ও খাদ্য দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন দোকানপাটে তল্লাশি চালানো হয়। সদরের ডিসিএম প্রদীপ ভৌমিকের নেতৃত্বে অভিযান চলাকালে ব্যবসায়ীদের এসব বিষয়ে সতর্ককরে দেওয়া হয়েছে। কৃত্রিম সংকট ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি ঘটলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও হুশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

পরিচয় অচৈতন্য মহিলাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এখনো পর্যন্ত মহিলার পরিচয় পাওয়া যায়নি। কিভাবে ওই মহিলা ও চৈতন্য অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে রইল তা নিয়ে নানা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

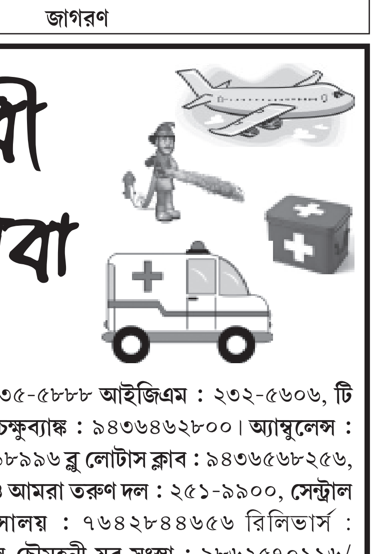

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন :** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম :** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিদ্যুৎমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

উল্লেখযোগ্য হল মায়ের গমন কার্নিভ্যালের আয়োজন। কার্নিভ্যাল ও শারদ উৎসব উপলক্ষে ৫৬টি শারদ সম্মান প্রদান করা হয়েছে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসাবে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিতে দপ্তরের মাধ্যমে সারা রাজ্যে ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার জাতীয় পতাকা বিতরণ করা হয়েছে। দপ্তরের উদ্যোগে খোয়াই-এ বিরসা মুণ্ডার মূর্তি এবং সিমনাতে সিধু ও কানহুর মূর্তি বসানো হয়েছে। এছাড়াও ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজ্যের ৯১টি সাংস্কৃতিক সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। দপ্তরের আগামী দিনের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে জানাতে গিয়ে সচিব বলেন, দপ্তরের বিজ্ঞাপন শাখাকে ডিজিটাইজেশন করা হবে, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডগুলিতে বিজ্ঞাপন দিয়ে আয়ের ব্যবস্থা করা হবে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪৯৩ টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে ও বরিষ্ঠ শিল্পীদের জন্য আর্টিস্ট পেনশন স্কিম চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও দপ্তর রাজ্যে শিল্পীদের এমপেনেলমেন্ট করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই লক্ষ্যে সঙ্গীত, নৃত্য, সঞ্চালক, নাটক ইত্যাদি বিভাগে শিল্পীদের অডিশনও চলছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য ঝড় বৃষ্টির কারণে গত কদিন ধরেই কল্যাণপুরে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়ে। তীব্র বাতাস আর বৃষ্টির ফলে কল্যাণপুরে বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। কমলনগর এলাকায় একটি বিশাল কড়ই গাছ পড়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে খোয়াই-তেলিয়ামুড়া মূল সড়ক। বহু কষ্টে যে দুটো ফিডার দিয়ে কল্যাণপুরে বিদ্যুৎ এলেও তেত্রিশ কেভির গামাইবাড়ি এবং খোয়াইয়ের ধলাবিল ফিডারেও ত্রুটি দেখা দিয়েছে গাছ পড়ার ফলে। বিকেল থেকেই ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে প্রচন্ড বজ্রপাতও হয়। বিদ্যুৎ নিগমের তেলিয়ামুড়াস্থিত ডিভিশনের ডিজিএম দীপক মণ্ডল জানান, ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বৃষ্টি জারি থাকার ফলে কোনও কাজও করা যাচ্ছিল না। এদিকে টানা বৃষ্টির ফলে কমলনগর, ঘিলা তলি, দ্বারিকা পুর, দক্ষিণ ঘিলাগুলি, পূর্ণ কৃষ্ণবন, পশ্চিম ঘিলাতলি এসব এলাকার নিম্নাঞ্চলে জল জমে যায়। ফসলের জমিতেও জল দাঁড়িয়ে গেছে। ফলে বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা কাজ করতে পারছিলেন না।ডিস্ট্রিবিউশন ফিডারের পুলিন ঠাকুর টিলাতে একটি লাইনের উপর গাছ ভেঙে পড়েছে। পশ্চিম ঘিলাতলি ফিডারের অবস্থা খুবই করুন। এদিকে, ঝড়ো বাতাস আর সাথে বৃষ্টি। যে কারণে বিদ্যুৎ সংযোগহীন কল্যাণপুরের পাঁচটি ডিস্ট্রিবিউশন ফিডার। রাত থেকেই বিভিন্ন পরিবাহী লাইনে গাছ ও বাঁশ পড়ার ফলে ত্রুটি দেখা দেয় তেত্রিশ কেভির যে দুটো লাইন দিয়ে কল্যাণপুরে বিদ্যুৎ আসে সেগুলোতে। মূলত কল্যাণপুরে বিদ্যুৎ আসে তেলিয়ামুড়ার গামাইবাড়ি সাব স্টেশন থেকে। কিন্তু নিগম সূত্রে জানানো হয় ওই তেত্রিশ কেভির লাইনে মাইজ ভান্ডার এবং গামাইবাড়ি রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকায় গাছ পড়ে লাইন বিকল হয়ে যায়। বিকল্প যে পথে খোয়াইয়ের ধলাবিলস্থিত তেত্রিশ কেভি লাইন নিয়ে কল্যাণপুরে জরুরিকালীন সময়ে বিদ্যুৎ আসে ত্রুটি দেখা দেয় ওই লাইনেও। এই লাইনের লালটিলা, গোপালনগর ইত্যাদি এলাকায় গাছ পড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। কল্যাণপুরে যে পাঁচটি ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের মাধ্যমে ভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয় সেগুলোতে অসংখ্য গাছ ও বাঁশ পড়ে পরিবাহী তার ছিঁড়ে যায়। বেশ কিছু বিদ্যুৎ পরিবাহী খুটিও পড়ে যায়। বিদ্যুৎ পরিষেবা অচল থাকায় কল্যাণপুরে পানীয় জল সরবরাহও বন্ধ হয়ে পড়ে। লাইনে ত্রুটি সারাইয়ের কাজে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নিগমের কর্মীরা আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু পাঁচটি ফিডারের মধ্যে কয়েকটি ফিডার এতো লম্বা এবং রাবার বাগান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যাবার সমস্যার সৃষ্টি করছে। ফিডারগুলো হলো কমলনগর, পশ্চিম পশ্চিম গিলাতলী, আমপুরা, কল্যাণপুর এবং হাসপাতাল। নিগমের সিনিয়র ম্যানেজার নীহার রঞ্জন দাস এবং দুই ম্যানেজার স্মরজিৎ রিয়াং ও সুমন দেবনাথ ময়দানে কাজ করে যান। কিন্তু বিদ্যুৎ পরিষেবা, নিরবচ্ছিন্ন রাখার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করতে পারছিলেন না বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ অক্ষুন্ন রাখতে কর্মীরা যখন দিন রাত এক করে কাজ করছিলেন, তখনই তাদের উপর নেমে আসে আক্রমণ।একাংশ দুর্বৃত্ত যেভাবে জরুরী পরিষেবায় নিয়োজিত থাকা কর্মীদের উপর আক্রমণ করেছে এর ভোগান্তি ভুগতে হয়েছে গোটা এলাকার মানুষকে।অবিলম্বে এই দুর্বৃত্তকে গ্রেফতার করে শাস্তি প্রদানের জন্য এলাকায় দাবি উঠছে। এদিকে কল্যাণপুরে বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীর উপর হামলার ঘটনায় কল্যানপুর থানা মামলা গ্রহণ করেছে। এসডিপিও প্রসূন ত্রিপুরা জানিয়েছেন, আক্রমণকারীকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশ জাল বিছিয়েছে।শীঘ্রই তাকে গ্রেপ্তার করা হবে বলেও বিদ্যুৎ নিগম কর্মীদেরকে আশ্বস্ত করেছেন এসডিপিও।এদিকে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন ,কোন বিদ্যুৎ কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তা যথাযথভাবে জানানো যেতে পারে। কিন্তু আইন হাতে নিয়ে কোন বিদ্যুৎ কর্মীর উপর আক্রমণ ঘটানো হলে তা বরদাস্ত করা হবে না।আইন অনুযায়ী আক্রমণ কারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রী পুলিশের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

ধরেন। তিনি জানান, রাজ্যে ২০ হাজার হেক্টর এলাকাকে জৈব চাষাবাদের আওতায় আনা হয়েছে। তিনি জানান, জৈব ফল হিসেবে রাজ্যে আনারস চাষের এলাকা আরও সম্পসারিত করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে এখন পর্যন্ত ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯১৩টি সয়েল হেলথ কার্ড ক'ষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ২০ হাজার সয়েল হেলথ কার্ড ক'ষকদের দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ক'ষি দপ্তরের সচিব আরও জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৪টি সয়েল টেস্টিং ল্যাব রয়েছে। চলতি অর্থবছরে আরও ৫টি স্ট্যাটিক সয়েল টেস্টিং ল্যাব স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা হিসেবে রূপায়িত হচ্ছে। ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত রাজ্যের ১০,০৮,০৬৮ জন ক'ষককে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ক'ষকদের দাবি নিপত্তির পরিমাণ ৬.০৯ কোটি টাকা। সচিব জানান, রাজ্যের ৭টি বাজারকে প্রথম পর্যায়ে ই-ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল মার্কেট-এর সাথে যুক্ত করা হবে। সভায় শিক্ষা দপ্তরের সচিব শরদিন্দ চৌধুরী কেন্দ্রীয় প্রকল্প পি এম পোষাণ (স্কুল মিড ডে মিল) এবং সমগ্র শিক্ষা প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি জানান, রাজ্যে পি এম পোষাণ প্রকল্পে ৮৪৪টি বিদ্যালয়ে কিচেন গার্ডেন করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের মিড ডে মিল তৈরীর করার জন্য ৩ হাজার ২৩৯টি বিদ্যালয়ে এলপিজি গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ৩,৩১৬টি বিদ্যালয়ে এলপিজি গ্যাস সংযোগের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সমগ্র শিক্ষায় শীঘই রাজ্যের ৭৫২টি বিদ্যালয়ে মার্ট ক্লাস রুম চালু করা হবে। ৩০৪টি বিদ্যালয়ে ডিজিটাল লাইবেরি স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সমগ্র শিক্ষায় আরও বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে সচিব জানান। সভায় স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব ড. দেবাশিস বসু জানান, শুরু থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৪, ৭৯,৬২৫টি পরিবারকে আয়ুমান কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

আয়ুমান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে রাজ্যের ৭৬,৫৫৬ জন রোগী উপক'ত হয়েছেন। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ৬৪.৬৮ কোটি টাকার দাবি নিপত্তি করা হয়েছে। রাজ্যে মোট ১১১৮টি হেলথ এণ্ড ওয়েলনেস সেন্টার চালু রয়েছে। সভায় রাজ্যে রূপায়িত পিএমইজিপি, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্প সমূহ, বিদ্যুৎ দপ্তরের অন্তর্গত কেন্দ্রীয় প্রকল্প, জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন, ভূমি ও রাজস্ব এবং তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধান সচিব ও সচিবগণ আলোচনা করেন।

সচিব

● আটের পাতার পর

উল্লেখযোগ্য হল মায়ের গমন কার্নিভ্যালের আয়োজন। কার্নিভ্যাল ও শারদ উৎসব উপলক্ষে ৫৬টি শারদ সম্মান প্রদান করা হয়েছে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসাবে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিতে দপ্তরের মাধ্যমে সারা রাজ্যে ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার জাতীয় পতাকা বিতরণ করা হয়েছে। দপ্তরের উদ্যোগে খোয়াই-এ বিরসা মুণ্ডার মূর্তি এবং সিমনাতে সিধু ও কানহুর মূর্তি বসানো হয়েছে। এছাড়াও ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজ্যের ৯১টি সাংস্কৃতিক সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। দপ্তরের আগামী দিনের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে জানাতে গিয়ে সচিব বলেন, দপ্তরের বিজ্ঞাপন শাখাকে ডিজিটাইজেশন করা হবে, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডগুলিতে বিজ্ঞাপন দিয়ে আয়ের ব্যবস্থা করা হবে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪৯৩ টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে ও বরিষ্ঠ শিল্পীদের জন্য আর্টিস্ট পেনশন স্কিম চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও দপ্তর রাজ্যে শিল্পীদের এমপেনেলমেন্ট করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই লক্ষ্যে সঙ্গীত, নৃত্য, সঞ্চালক, নাটক ইত্যাদি বিভাগে শিল্পীদের অডিশনও চলছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য উপস্থিত ছিলেন।

বাড়ি

● আটের পাতার পর

লোকজনরা মুহূর্তের মধ্যেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে বাড়িতে উপস্থিত অন্যান্য লোকজন ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে তড়িঘড়ি তেলিয়ামুড়া দমকল কর্মীদের খবর দিলে দমকল কর্মীরা তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে গ্যাস সিলিন্ডারে লাগা আগুন নিভিয়ে ফেলে। এ ঘটনায় অল্পেতে বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা মিলেছে।

বিদ্যুৎমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত আণ্ডারগ্রাউণ্ড লাইন আগরতলায় বসানো হয়েছে মাত্র ৬০ কিমি। ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের এখন পর্যন্ত হয়েছে ১৮৪ কিমি আণ্ডারগ্রাউণ্ড লাইন বসানো হয়েছে।

বিদ্যুৎমন্ত্রী জানান, ভবিষ্যতে স্পেশাল প্ল্যান অ্যাসিস্টেন্স ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহযোগিতায় আগরতলায় আরও ১৮৯ কিমি আণ্ডারগ্রাউণ্ড ক্যাবল বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও স্মার্ট সিটির অধীনে এইচটি এবং এলটি মিলিয়ে মোট ৪৬ কিমি আণ্ডারগ্রাউণ্ড ক্যাবলের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, পুরো রাজ্যে বর্তমানে এইচটি লাইন ১৮,০৯১ কিমির মধ্যে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ক্যাবল রয়েছে ৮২১ কিমি এবং এলটি লাইন ৩১,৮০২ কিমি মধ্যে ৬,১৩৪ কিমি এরিয়েল ও ১৯ কিমি আণ্ডারগ্রাউণ্ড ক্যাবল।

তিনি জানান, আগরতলা শহরে বর্তমানে মোট ১৯৭ কিমি এইচটি এবং ৮৫৪ কিমি এলটি লাইন রয়েছে। এরমধ্যে আগামী দুই বছরে ১৯৭ কিমি এইচটি ও ৩৮ কিমি এলটি আণ্ডারগ্রাউণ্ড ক্যাবলে পরিবর্তিত হবে। বিদ্যুৎমন্ত্রী জানান, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহযোগিতায় সারা রাজ্যে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ক্যাবল বসানোর কাজও চলছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎমন্ত্রী জানান, রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে যাওয়া সত্বেও রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে। গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে দপ্তর সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে।

মহিলা

● প্রথম পাতার পর

পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলের দ্রুত ছুটে এসে নাগর পাপ্পু পালকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। স্থানীয়দের হাতে আটক হয়ে ওই মহিলা ঘটনার সত্যতা স্বীকারও করে। স্থানীয় এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন এই ধরনের ঘটনা এই এলাকায় আগে কখনো হয়নি। তবে এলাকায় এই ধরনের অসামাজিক কাজে এলাকার শান্তির পরিবেশ নষ্ট হবে। যার ফলে ওই মহিলা যাতে এই এলাকা থেকে অন্যত্র চলে যায় স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন এলাকাবাসী।

বিভিন্ন ওয়ার্ডের উন্নয়নমূলক কাজ খতিয়ে দেখলেন পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। আগরতলা পুর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সমসাগুলি খতিয়ে দেখতে ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্তের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল বিভিন্ন ওয়ার্ড এলাকা পরিদর্শন অব্যাহত রেখেছেন। বৃহস্পতিবারও আগরতলা পৌর নিগমের সাউথ জোনের অন্তর্গত সাতটি ওয়ার্ডের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ঘুরে দেখলেন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত। সাথে ছিলেন সাউথ জনের চেয়ারম্যান অভিজিৎ মল্লিক মেয়র পারিষদ ,বাপি দাস ,কর্পোরেটর প্রসেনজিৎ লোধ সহ অন্যান্যরা।এদিন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত জানান ,জরুরী ভিত্তিতে যে কাজগুলি আগে করা দরকার সেই কাজগুলি আগে করা হবে।এদিন আগরতলা পৌরনিগমের ৪১, ৪২, ৪৮ ,২৬ ২৭,২৮ এবং ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের উন্নয়নমূলক কাজ গুলি ঘুরে দেখেন তিনি। আগরতলা পুর নিগমের অন্যান্য ওয়ার্ড এলাকাগুলোও পরিদর্শন করে বিভিন্ন সমস্যা আর সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হবে বলে জানান ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত। আগরতলা পুর নিগমের তরফ থেকে এসব সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। পুর নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দের জন্যই এ ধরনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

পশু পাখির টীকাকরণ নিয়ে সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২২ জুন।। গ্রামীন অর্থনৈতিক উন্নয়নে গরু ছাগল শুকর হাঁস মুরগি পালন করে আত্মিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার একমাত্র চাবিকাঠি। গ্রামীন অর্থনীতির ভিতকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর , বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো গবাদি পশুর বাতা খুরা পীড়া এমডি ওই সকল রোগ গুলি গরু ছাগল ইত্যাদির উপর ভয়ানক ভাবে আক্রমণ করে।বেশিরভাগ সময় তার হাত থেকে রক্ষা করা যায় না ফলে গ্রামের ছাগল গো পালন কারী কৃষকদের আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে চাষবাসে এবং পরিবারে বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়ে যায়। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আজকের এই বক্সনগর আর ডি ব্লকের উত্তর কলমচৌড়া টাউন হল মাঠে গবাদি পশুদের বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে টিকাকরণ সম্পর্কে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কখন কি ভূমিকা নেবে কোন সময় কোন ওষুধ প্রয়োগ করবে হাঁস মুরগি গরু ছাগল তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখে অর্থনৈতিকভাবে তার জন্যই আজকের এই সচেতনতা শিবির। এই শিবিরের উদ্যোক্তা হল বক্সনগর পশু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। স্থান উত্তর কলমচৌড়া টাউন হল মাঠ প্রাঙ্গণ।আজ বেলা ১১ ঘটিকায় প্রদীপ প্রজ্জ্বল নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বক্সনগর ব্লকের চেয়ারম্যান সঞ্জয় সরকার মহোদয়। আপনার গবাদি পশু পাখি ছাগল মহিষ শুকর বিভিন্ন ধরনের হানিকর রোগের হাত থেকে সঠিক সময় সুরক্ষার করার জন্য নিয়মিত টিকাকরণ করতে হবে সেই ব্যাপারে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর সদা সচেষ্টা এবং অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। প্রাণীদের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষায় হল প্রাণিসম্পদ দপ্তরের উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য প্রাণী পালকের প্রাণীর রোগ সম্পর্কে সচেতন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় তেমনি সেই রোগ গুলি যাতে বিস্তার লাভ করতে না পারে তার জন্য প্রাণীর সম্পদ বিকাশ দপ্তরে ডাক্তার মহোদয় রয়েছেন। উনাদের থেকে রোগ সম্পর্কে জেনে নেওয়া এবং তাদের থেকে পরামর্শ নিয়েই সঠিক সময়ের সঠিক চিকিৎসা করানো একান্ত দরকার।তার হলে ভাইরাস সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা করা প্রতিটি রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তো লা। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে ১৬৫ জন প্রাণীপালকের হাতে বিনামূল্যে ঔষধ তুলে দেওয়া হয় তার পাশাপাশি টিকাকরণ করা হয়। বিশেষ করে বাতা রোগ খোঁড়াপীরা এবং অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের জন্য। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি কৃষি ও পশু পালন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সিপাহীজলা চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ সাহা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবক দেবব্রত ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সিপাহীজলা জেলার উপ-অধিকতা রাহুল ধর পুরোকায়স্থ, বক্সনগর ব্লক চেয়ারম্যান সঞ্জয় সরকার সহ অধিকর্তা সোনামুড়া এ আর ডি সঞ্জয় দে ,উত্তর কলমচৌড়া গ্রাম প্রধান সাবিত্রী দাস মহোদয়া, তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর ব্লক কৃষি বিষয়ক চেয়ারম্যান কানু সরকার, তোফাজ্জল হোসেন সমাজ সেবক বক্সনগর। বক্তারা বলেন গ্রামীন বিকাশ উন্নয়নে গবাদি পশু পালন মুখ্য ভূমিকা রাখে এটাই হচ্ছে গ্রাম ত্রিপুরার জীবনচিত্রের উন্নয়নের দিশারীর এক প্রশস্ত রাস্তা যা বর্তমান সরকার নিরলস ভাবে কাজে এগিয়ে যাচ্ছে আগামী দিন আরো বেশি বেশি করে এরকম সচেতনামূলক অনুষ্ঠান করার জন্য আহবান করা হয়েছে অত্যন্ত খুশি এবং আনন্দের বিষয় আশিস সরকার জানিয়েছেন খুব ভালো উদ্যোগ যুগের সরকার বলেন এরকম আরো ভালো হবে।

দীর্ঘ ছুটিতে

● প্রথম পাতার পর

আন্দোলন ছিল। এছাড়া ঘটনার পর অভিযুক্ত সহকারি অধ্যাপক এর বিরুদ্ধে আমতলী থানায় একটি মামলাও হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। জানা গেছে এই ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জরুরী বৈঠক করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় ইউজিসির গাইডলাইন মেনেই অভিযুক্ত সহকারী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। এখন দেখার আগামী দিনে তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় অভিযুক্ত প্রফেসর ভূপেশ দেববর্মার বরখাস্তের দাবিতে বৃহস্পতিবার এ বি ভি পি ছাত্র সংগঠনের ছাত্র ছাত্রীরা ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যাল মূল ফটকের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসরের দ্বারা ছাত্রীর শ্লীলতাহানীর ঘটনায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। অভিযুক্ত প্রফেসর ভূপেশ দেববর্মাকে অতিসত্বর বরখাস্তের ব্যবস্থা করতে জোরালো দাবী জানিয়েছে সংগঠন। ছাত্রীর শ্লীলতাহানীর মতো এই ধরনের জঘন্য ঘটনার পরেও ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত প্রফেসরকে বহাল তবিয়তে রেখেছে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রফেসর ভূপেশ দেববর্মাকে এখনো পর্যন্ত বরখাস্ত করেন নি। যার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার দুপুরে এ বি ভি পি ছাত্র সংগঠনের ছাত্র-ছাত্রীরা ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় পঠনপাঠনে অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

যান চলাচল স্তব্দ হয়ে পড়েছিল।তাতে যাত্রী দূভর্গে চরমে পৌঁছেছিল। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে প্রসাশনের পদস্থ আধিকারিকরা এবং অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন। প্রসাশন আশ্বাস দিয়েছেন, ওই এলাকায় অতিসত্বর রাস্তা সংস্কার করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন স্থানীয় মানুষ।অন্যদিকে, গন্ডাছড়া মহকুমায় গাছবাগান এলাকায় পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন এলাকাবাসী। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘ একমাস যাবৎ পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন স্থানীয় মানুষ। এ—বিষয়ে একাধিকবার প্রশাসনের নিকট মৌখিক ও লিখিত অভিযোগ করা হলেও জলের সমস্যার সমাধানে কেউ পদক্ষেপ নেননি। তাই, জনগণ বাধ্য হয়ে বৃহস্পতিবার সকালে পানীয় জলের দাবিতে গন্ডাছড়া—অমরপুর সড়ক অবরোধ করেন। তাঁদের দাবি, ওই এলাকায় জল নিয়মিত সরবরাহ করতে হবে। এই অবরোধের জেরে রাস্তার দুই ধারে যান চলাচল স্তব্দ হয়ে পড়েছিল। তাতে যাত্রী দূভর্গে চরমে পৌঁছেছিল।অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। পুলিশ অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেছে এবং প্রতিনিয়ত ওই এলাকায় জল সরবরাহ নিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন স্থানীয় মানুষ।

বিচারপতি

● প্রথম পাতার পর

৩ মে ওই মামলায় রায় সকলের জন্য প্রযোজ্য নয়। শুধুমাত্র মামলাকারী প্রদীপ দেববর্মা, ময়নাল হুসেন এবং কানাই লাল দাস এই তিনজনের ক্ষেত্রে ওই রায় প্রযোজ্য হবে। সাথে তিনি জানিয়েছেন, ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের পুন:নিয়োগ এবং চাকুরীতে বহালে আদালত রিট পিটিশন মঞ্জুর করেনি, এমনকি কোন নির্দেশিকাও দেয়নি। শুধু তাই নয়, রিট আবেদনকারীদেরও পুন:নিয়োগেরও কোন নির্দেশ দেয়নি। পাশাপাশি তিনি, আদালতের রায় নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর দায়ে ত্রিপুরা সরকার ইচ্ছে করলে পুলিশি তদন্ত করে দেখার জন্য সুপারিশ করেছেন। উচ্চ আদালতের বিচারপতি শ্রী গৌড়ের এই স্পষ্টীকরণে ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের পুন:নিয়োগ এবং চাকুরীতে বহাল নিয়ে বিভ্রান্তি রইল না বলেই মনে করা হচ্ছে।

কারাদন্ড

● প্রথম পাতার পর

দেখতে পায় জনতপনা রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে, পাশেই দাড়িয়ে বন্ধন ঝড়া এবং তার পাশে পড়ে রয়েছে একটি লাঠি। তার গায়ের কাপড়েও রক্তের দাগ দেখতে পায় মিঠুন দাস। ২০২১ সালের ১৬ই ভম্বর হাসপাতালেই মৃত্যু হয় জনতপনার। মামলায় সরকার পক্ষে মোট ১৫ জন সাক্ষ্য দেয়। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন পাবলিক প্রসিকিউটর বিশ্বজিৎ দেব।

চারজন

● প্রথম পাতার পর

সাতমাইল এলাকায়। আহতরা হল রাজেশ দেববর্মা, জুবিতা দেববর্মা, ভি কাইপেং।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ভি কাইপেং খোয়াই থেকে অম্পিতে যাচ্ছিল মোটরবাইক চালিয়ে। অপর দিক থেকে রাজেশ দেববর্মা এবং জুবিতা দেববর্মা মোটরবাইক করে তেলিয়ামুড়ার দিকে আসছিল। দুইটি মোটর বাইক তেলিয়ামুড়া অমরপুর সড়কের সাতমাইল এলাকায় আসতেই মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। চালকদের দ্রুতগামীতা ও অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে।এতে আহত হয় তিনজন। দমকল কর্মীরা আহত অবস্থায় থাকা তিনজনকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল নিয়ে আসে।

AFFIDAVIT

I, **RASHID MIAH**, S/O Sahed Miah, resident of South Ramnagar, PO - Agartala, PS- West Agartala, Dist. West Tripura, Pin-799001, by faith- Muslim, by profession- Daily Labour, Aged about 38 years, do hereby solemnly declare and affirm on oath as follows.

That, my spelling of name is **RASHID MIAH** accordingly it has been recorded in my all relevant Documents/ Papers/Certificate etc. However in my minor son's namely **RABBIR MIAH** his all relevant Document's Paper/Certificate etc. my name of Spelling has been wrongly recorded as **RASID MIAH** in place of **RASHID MIAH.**

That, I **RASHID MIAH** & **RASID MIAH,** S/O Sahed Miah is the same and identical one male person i.e. myself.

That, I swear this affidavit for the purpose of avoiding any kind of dispute regarding my name's spelling in future. This is true my knowledge.

The statements made above are true to my knowledge and sign this affidavit on the 21th day of June, 2023 before the Notary Public, at Agartala, West Tripura.

Sd-
RASHID MIAH

সি-ডিভিশন : ইকফাইকে ৫-১ গোলে হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে আনন্দ ভবন

আনন্দ ভবন:৫(গিডিয়ন-৩, ভিপ্টর, অ্যালেক্স) ইকফাই:১(নিতাই)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে আনন্দ ভবন। তাও ইকফাই ফুটবল ক্লাবকে হারিয়ে। পর পর দুই ম্যাচে অপরাজিত থাকা ইকফাই ফুটবল ক্লাবকে পাঁচ-এক গোলে হারিয়ে আনন্দ ভবন এখন এ-গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষেস্থানে উঠে এসেছে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সি-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ক্রমশঃ জমে উঠছে। সামগ্রিক হিসেবে ১২তম ম্যাচে আজ, বৃহস্পতিবার দিনের দ্বিতীয় ম্যাচ তথা বিকেলের খেলায় আনন্দ ভবন যথেষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করে খেলে ৫-১ গোলের ব্যবধানে ইকফাই ফুটবল ক্লাবকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী আনন্দ ভবনের পক্ষে গিডিয়ন মলসুমের হ্যাটট্রিক আরো বেশি রোমাঞ্চকর। খেলার শুরুতে পাঁচ মিনিটের মাথায় গিডিয়ন-এর প্রথম গোল দলকে এক-শূন্যতে এগিয়ে দেয়। ১০ মিনিট বাদে গিডিয়ন আরও একটি গোল করলে ব্যবধান ২-০ হয়। তবে ইকফাই ফুটবল ক্লাবের ছেলেরাও সুযোগ খুঁজতে থাকে। অবশেষে ৩৭ মিনিটের মাথায় ইকফাই-এর নিতাই সরকার একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়ে আনে। প্রথমার্ধে আনন্দ ভবন ২-১ গোলে লিড নেয়। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুতে গিডিয়ন ফের আক্রমণ ভাগে গোলের সন্ধানে তৎপর হয়। ৪৮ মিনিটের মাথায় গিডিয়ন তৃতীয় গোলটি করে হ্যাটট্রিক এর বাহবাও কুড়িয়ে নেয়। পরবর্তী সময়ে কিছুটা সময় ম্যাচ আক্রমণ প্রতিআক্রমনে মধ্যে চললেও শেষ পর্যায়ে ফের ইকফাই ফুটবল ক্লাবের ছেলেরা ছন্দ হারিয়ে ফেলে। সুযোগ বুঝে ৭০ ও ৮৪ মিনিটের মাথায় আনন্দ ভবনের ভিপ্টর ত্রিপুরা ও অ্যালেক্স ডার্লং পর পর দুটো গোল করে ব্যবধান পাঁচ-এক করে নেয়। আনন্দ ভবন দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে পুরো ৩ পয়েন্ট অর্জন করে নেয়। দিনের খেলা: এনএসআরসিসি বনাম ওরিয়েন্টাল ক্লাব, বিকেল চারটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

হেমন্ত-র হ্যাটট্রিক, উমাকান্তকে হারিয়ে ২য় জয় বিবেকানন্দ ক্লাবের

বিবেকানন্দ-৮ উমাকান্ত সি সি-০

(হেমন্ত-হ্যাটট্রিক, জোষেফ-২, মাসুম-২, জুয়েল)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। উমাকান্ত কোচিং সেন্টারকে বিধ্বস্ত করে দ্বিতীয় জয় পেলো বিবেকানন্দ ক্লাব। ৩ ম্যাচ খেলে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার সকালে নারায়ন দেবনাথের দল বিবেকানন্দ ক্লাব ৮-০ গোলে হারালো উমাকান্ত কোচিং সেন্টারকে। বিজয়ী দলের হেমন্ত দেববর্মা হ্যাটট্রিক করেন। ম্যাচের শুরু থেকেই পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে খেলতে থাকে বিবেকানন্দ ক্লাবের ফুটবলাররা। বল দখলের লড়াইয়েও ছিলো এগিয়ে। শুরুতেই মাসুম আহমেদের জোড়ালো শটে উমাকান্ত সি সি-র রক্ষণভাগে চিড় ধরে। প্রথম গোল পেতে বিবেকানন্দ ক্লাবকে অপেক্ষা করতে হয় মাত্র ১২ মিনিট। হেমন্ত দেববর্মার গোলে এগিয়ে যায় বিবেকানন্দ ক্লাব। শুরুতেই গোল হজম করে সমতা ফেরানোর জন্য তেড়েফুড়ে খেলা শুরু করে উমাকান্ত সি ইস-র ফুটবলাররা। কিন্তু বিপক্ষের রক্ষণভাগকে টলাতে পারেননি।

প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার ৩ মিনিট আগে নিজের এবং দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন হেমন্ত দেববর্মা। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে জোযেফ মারাক ব্যাবধান আরও বাড়ান। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে ব্যবধান বাড়ানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন বিবেকানন্দ ক্লাবের ফুটবলাররা। ওই সময় উমাকান্ত-র ফুটবলারদের দমের অভাব দেখা দেয়। ওই সুযোগের পুরো ফায়দা তুলেন বিবেকানন্দ ক্লাবের ফুটবলাররা। ৪৮ ও ৫০ মিনিটে জুয়েল দেববর্মা, ৬৩ মিনিটে হ্যাটট্রিক করেন হেমন্ত দেববর্মা, ৬৫ এবং ৮৮ মিনিটে পরপর দুটি গোল করেন মাসুম আহমেদ। রেফারি অরিন্দম মজুমদার হলুদ কার্ড দেখান বিজীত দলের সুজয় দেবনাথকে।

সোনামুড়ায় ক্রিকেট : বেঙ্গল টাইগারকে হারিয়ে নেতাজি সংঘ দ্বিতীয় শীর্ষে

বেঙ্গল টাইগার:৯১/১০(২৪) নেতাজি সংঘ:৯৪/৩(১৫.৩)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। দ্বিতীয় জয় পেয়েছে নেতাজি সংঘ। হারিয়েছে বেঙ্গল টাইগার দুর্গাপুরকে। সোনামুড়া সাব ডিভিশন সিনিয়র মিট ক্রিকেটে। সোনামোরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র লিগ ক্রিকেট এখন জমজমাট পর্যায়ে। ১০ দলীয় লীগ ক্রিকেটের ১৫তম ম্যাচ আজ, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেলাঘর গ্রাউন্ডে খেলা। নেতাজি সংঘ সাত উইকেটের বড় ব্যবধানে বেঙ্গল টাইগার দুর্গাপুরকে পরাজিত করে দ্বিতীয় জয়ের স্বাদ পেয়েছে। চতুর্থ ম্যাচের মাথায় দ্বিতীয় জয় নেতাজি সংঘকে ১০ দলীয় আসরে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় শীর্ষে তুলে এনেছে। শীর্ষে অবস্থানকারী ব্লাড ড্রপসএর মতো নেতাজি সংঘের পয়েন্ট ছয় হলেও রান রেট-এর নিরিখে নেতাজি সংঘ, ব্লাড ড্রপস থেকে এক ধাপ পিছিয়ে। মেলাঘর গ্রাউন্ডে বেলা পৌনে এগারোটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে নেতাজি সংঘ প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। পরিবেশ পরিস্থিতিতে ম্যাচ দেরিতে শুরু হওয়ায় ওভার সংখ্যা ৩৮এ নামানো হয়। বেঙ্গল টাইগার দুর্গাপুর প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে চব্বিশ ওভার খেলেই ৯১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে সাফি উল্লাহ সর্বাধিক ২৪ রান পায়। নেতাজি সংঘের বিকাশ মজুমদার এবং আবু তাহের তিনটি করে উইকেট তুলে নিলে বেঙ্গল টাইগার দুর্গাপুরের কেউ তেমন ব্যাট হাতে দাঁড়াতে পারেনি। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নেতাজি সংঘ ১৫.৩ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। নেতাজি সংঘের বিকাশ মজুমদার সর্বাধিক ৩৪ রান সংগ্রহ করেছে। তিলক সরকার পেয়েছে ২৭ রান। বেঙ্গল টাইগারের সাত্তার মিয়া ১৫ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। তবে নেতাজি সংঘের বিকাশের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স দলকে জয় এনে দেয় এবং ম্যান অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে বিকাশ। দিনের খেলা: ব্লাড ড্রপস বনাম মতিনগর প্লে সেন্টার সকাল, পৌনে নয়টায় মেলাঘর গ্রাউন্ডে।

PNIe-T NO:- 12/EE-I/2023-24, Dated 20/06/2023

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 10-07-2023 for 04 (Four) Nos. Maintenance work. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-1124/23

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B),
AGARTALA, WEST TRIPURA

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 10/EE-BSLD/PWD(R&B)/2023-24, Dated- 16th June'2023

The Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD(R&B), Gokulnagar, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender in single /two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Gov't Organization of other State& Central up to 3.00 P.M. on 17.07.2023 for the following work:-

Sl No.	DNIeT No	Estimated Cost	Earnest money	Time for Completion
1.	DNIT No. 08/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2023-24	Rs.1,11,88,976.00	Rs. 2,23,780.00	210 Days
2.	DNIT No. 09/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2023-24	Rs.98,01,355.00	Rs.1,96,027.00	210 Days

1. Last date and Time for document downloading and bidding up to 15.00 Hrs on 17.07.2023 And Time and date of opening of Bid at 16.00 Hrs.on 17.07.2023 if possible.
2. Notes:-For more details kindly visit:https://tripuratenders.gov.in .

For and on behalf of the 'Governor of Tripura'

(Er. A.B.Saha)
Executive Engineer
Bishalgarh Division, PWD (R&B)
Gakulnagar, Bishalgarh, Sepahijala, Tripura.

ICA/C-1123/23

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:- 53-54/EE/DWS/BLG/2023-24 dated 20/06/2023

Separate sealed tenders are invited on behalf of the 'Governor of Tripura' from enlisted Contractors/Firms of Tripura PWD / TTAADC in appropriate class & from the contractors registered in the appropriate class of M.ES, Railways, CPWD,P&T and other State PWD and also from the bonafied Drilling Agent /Firms sound having experience in similar nature of works & pipe line (Experience certificate to be obtain from not below the rank of Executive Engineer) in PWD form 7(seven) for the work:-

Sl. NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	PWD FORM NO	Cost of Tender form	Date & venue of application	Last date of tender form collection.	Last date of dropping of tender & venue.
1	(DNIT No.41/EE/DWS/BLG/2023-24)	Rs.3,74,848/-	Rs.3,748/-	20 days	7(Seven)	Rs. 1000/-	22-06-2023 to 27-06-2023 up to 4.00 P.M. at O/O the EE, DWS Div. Bishalgarh / O/O the EE , Rig Division, Agartala	01-07-2023 up to 5.p.m	06-07-2023 up to 3.00 P.M.at O/O the EE, DWS Division, Bishalgarh/ O/O the EE, Rig Division, Agartala .
2.	DNIT No.42/EE/DWS/BLG/2023-24)	Rs.499,824/-	Rs.4,998/-	20 days	7(Seven)	Rs. 1000/-			

Receipt of application issue of tender document and last receiving of tender will be as per date & time mentioned in the above table.

'For & on behalf of the Governor of Tripura'

Executive Engineer,
D.W.S. Division , Bishalgarh

ICA/C-1120/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

For and on Behalf of the Governor of Tripura, e-Tender in **Two Bid System** is hereby invited from benafide fish farmers & fishery cooperative society, Fishery Entrepreneurs, SHGs for the Supply of **Major carp fingerlings (10 cm above size)** to **the different gram panchayat/village council of different blocks & Nagar Panchayat** area of Amarpur Sub-division of Tripura for implementation of different pisciculture schemes under **PMMSY**, through e-Procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in.

TIME SCHEDULE OF TENDER:

Particulars	Date & Time
Tender e-Publication date	23.06.2023 at 12.00 Hours
Document download start date	23.06.2023 from 15.00 Hours
Pre bid meeting	27.06.2023 at 11.00 Hours
Bid Submission start date	28.06.2023 from 11.00 Hours
Document download end date	14.07.2023 up to 15.00 Hours.
Bid Submission end date	15.07.2023 up to 15.00 Hours.
Tender Opening Date	18.07.2023 at 11.00 Hours

- All the above-mentioned times are as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in.
- The bid documents, terms & conditions, instructions to bidder and other details related to e-Tender can be seen and obtained from the website https://tripuratenders.gov.in.
- All future modification/Corrigendum/Addendum, if any will be published only on the above website.
- Intending bidders can participate on the bidding through online e-procurement website https://tripuratenders.gov.in only.

ICA/C-1116/23

Sd/-
(Ajoy Das)
Supdt. of Fisheries
Amarpur Sub Division

শান্তির বাজারে চ্যালেঞ্জার ট্রফি জয়ী মুহুরিপুর জনকল্যাণ সমিতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। অনন্ত মুড়াসিংকে ছাপিয়ে গেলেন বিপ্লব দাস। বিপ্লবের দুরন্ত বোলিংয়ে জয় পেলো মুহুরিপুর জনকল্যাণ সমিতি। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত চ্যালেঞ্জার ট্রফি সিনিয়র ক্রিকেটের সুপার লিগে। বাইখোরা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মুহুরিপুর জনকল্যাণ সমিতি ভি জে ডি ম্যাথডে ৬ রানে পরাজিত করলো রেক্স ক্লাবকে। বৃষ্টির জন্য যখন খেলা বন্ধ হয় তখন রেক্স ক্লাবের জয়ের জন্য দরকার ছিলো ৯৬ রান। কিন্তু রেক্স ক্লাব মাত্র ৮৯ রান করতে সক্ষম হয়। মুহুরিপুরের বিপ্লব দাস এবং রেক্স ক্লাবের অনন্ত মুড়াসিং ৫ উইকেট করে পেয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে মুহুরিপুর জনকল্যাণ সমিতি ১১৯ রান করে। দলের পক্ষে দেবজিৎ সরকার ৫৪ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩ এবং চিরঞ্জীৎ দাস ২৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান ২২ গজে টিকে থাকার মানসিকতা দেখাতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৬ রান। রেক্স ক্লাবের পক্ষে অনন্ত মুড়াসিং ২০ রান দিয়ে ৫ উইকেট, বিকাশ সাহা ২৪ রান দিয়ে ২ উইকেট এবং অজিৎ মুড়াসিং ৩৪ রান দিয়ে ২ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে খেলতে নেমে রেক্স ক্লাব ৮৯ রান করে। দলের পক্ষে কিষান মুড়াসিং ৩১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ এবং সুমিত মুড়াসিং ৩১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৭ রান। মুহুরিপুর জনকল্যাণ সমিতির পক্ষে বিপ্লব দাস ৩০ রান দিয়ে ৫ উইকেট, অভিজিৎ মিত্র ৮ রান দিয়ে ৩ উইকেট এবং সৌরভ চৌধুরি ২৪ রান দিয়ে ২ উইকেট পেয়েছেন।

উজবেকিস্তানে এশিয়ান স্কুল দাবায় মেট্রিক্স চেস আকাদেমির আরাধ্যা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। উজবেকিস্তান যাচ্ছে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির গর্ব দাবাড়ু আরাধ্যা দাস। জাতীয় দলের জার্সি গায়ে দিয়ে ৬৪ ঘরের লড়াইয়ের জন্য। এবছর উজবেকিস্তানের তাসকেনে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়ান স্কুল দাবা প্রতিযোগিতা। ১৩-২১ জুলাই হবে আসর। ওই আসরে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে অনুজ কুমার এবং অঞ্জু রাণী দাসের একমাত্র মেয়েটি। অনূর্ধ-৯ বিভাগে। শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীটি এবছর তামিলনাড়ুর হুসুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্কুল দাবা প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ-৯ বিভাগে তৃতীয় স্থান দখল করে রীতিমতো চমক দিয়েছিলো। ওই সাফল্য জাতীয় দলে জায়গা করে নেয় সে। ৩ দিনের সফরে রাজ্যে ভারতীয় দলের কোচ তথা ফি ডে মাস্টার প্রসেনজিৎ দত্ত আসতেই ওই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি আরাধ্যা।

প্রতিদিন দুইবেলা করে বিশেষ অনুশীলন নিচ্ছে ত্রিপুরার সর্বকালের সেরা দাবাড়ু প্রসেনজিতের কাছ থেকে। এছাড়া প্রতিদিন অনলাইনে প্রসেনজিৎ থেকেও অনুশীলন নিচ্ছে সে। এশিয়ান দাবায় ভালো ফলাফল করা নিয়ে আশাবাদী আরাধ্যাও। তবে একরাশ দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন ওর বাবা এবং মা। ছোট্ট আরাধ্যার সঙ্গে উজবেকিস্তান যাবেন ওর বাবা। ফলে খরচ বেড়ে গেলো। ফলে এশিয়ান আসরে খেলে আসতে আরাধ্যার দরকার প্রায় আড়াই লাখ টাকা। ওই টাকা কোথা থেকে আসবে তা নিয়েই দুশ্চিন্তা। ওর বাবা অনুজ কুমার দাস অনুরোধ করেন, 'কোনও সহৃদয় ব্যাক্তি বা সংস্থা যদি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে আমার মেয়ের স্বপ্ন পূরণ হবে'। আরাধ্যার সাফল্য পাওয়া নিয়ে আশাবাদী খোদ প্রসেনজিৎও। প্রসঙ্গত: আর আগে এশিয়ান স্কুল আসরে খেলে এসেছিলো সাইনি দাস এবং আর্শিয়া দাস।

বাইচুং ভুটিয়া ফুটবল একাডেমির জন্য প্রতিভা অন্বেষণে ট্রায়াল ক্যাম্প ২৫ শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। প্রতিভা অন্বেষণে ফের একবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে সিলেকশন ট্রায়াল ক্যাম্প। বাইচুং ভুটিয়া স্কুল ফুটবল একাডেমির জন্য এই ট্রায়াল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৫ জুন, রবিবার। এই ফুটবল প্রতিভা অন্বেষণে যাদের জন্ম ২০০৬ থেকে ২০১৩ এর মধ্যে কেবলমাত্র তারাই জুনিয়র ফুটবলার প্রতিভা অন্বেষণ ট্রায়াল ক্যাম্পে অংশ নিতে পারবে। অংশগ্রহণকারীদের ২৫ জুন সকাল সাড়ে আটটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে নিজস্ব কিটস এবং প্রয়োজনীয় বার্থ সার্টিফিকেট সহ পরিচিতি পত্র নিয়ে উপস্থিত হতে হবে। উল্লেখ্য, বাইচুং ভুটিয়া স্কুল ফুটবল একাডেমিতে সুযোগ পেলে বৃত্তি পাওয়া থেকে শুরু করে শিক্ষা গ্রহণ এবং ফুটবল প্রশিক্ষণ থাকা খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা-ই একাডেমিতে করা হবে। এদিকে এই ট্রায়াল ক্যাম্পকে সামনে রেখে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত সি-ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্টের ২৫ জুন সকালের নির্ধারিত সাই-এসটিসি বনাম আনন্দ ভবনের ম্যাচটি স্থগিত রাখা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ম্যাচের সময়সূচি জানানো হবে বলে লীগ কমিটির সচিব কৃষ্ণপদ সরকার জানিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল :- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

//বিজ্ঞপ্তি//

এতদ্বারা অমরপুর ব্লকের অধীনে সকল গ্রাম পঞ্চায়েত/ ভিলেজ কমিটিতে বসবাসকারী সকল জনগণকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত 33 (তেত্রিশ) জন বেনিফিসারীর নাম প্রধান মন্ত্রী গ্রামীন আবাস যোজনার(AWAAS Plus, Annexure-D) অগ্রাধিকার তালিকা থেকে গ্রাম সভার মাধ্যমে বাদ দেওয়ার জন্য সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই ক্ষেত্রে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ PMAY-G সেকশনে অথবা ব্লক আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। যদি কোন বেনিফিসারী উক্ত সময়ের মধ্যে যোগাযোগ না করেন তাহলে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ধন্যবাদান্তে

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
অমরপুর আর.ডি. ব্লক
গোমতী জেলা

List of beneficiaries for deletion from the AWAAS Plus list under Amarpur R.D Block

Sl. No	Name of GP/VC	Beneficiary ID	Name of Beneficiary	Father's/Mothers/Husband Name	Priority
1.	Purba Rangamati GP	140773425	Anil das	Gauranga Das	69
2.	Purba Rangamati GP	131203359	Gita rani ghosh acherjee	Naryan Acherjee	4
3.	Purba Rangamati GP	140407989	Maran Das	Harendra Das	59
4.	Purba Rangamati GP	142486530	Nepal das	Lt Amullya Das	95
5.	Purba Rangamati GP	138452302	Rating Das	Lt Manmohan Das	102
6.	Purba Rangamati GP	137877870	SanjitDas	Manoranjandas	67
7.	Rajkang VC	132935196	Mankumar Jamatia	Parilapada Jamatia	242
8.	Rangamati GP	139898001	Sudhan Das,	Sundan Das	56
9.	Rangamati GP	138157426	Binoy Das,	Laxmi Kanta Das	117
10.	Rangamati GP	138829891	Narayan Roy	Lt Jaharlal Roy	41
11.	Rangamati GP	137507574	Surajit Debnath,	Manoranjan Debnath	62
12.	Rangamati GP	138344678	Taru Ghosh,	Lt Jagadish Ghosh	65
13.	Rangamati GP	138852203	Uttam Pal,	Lt Nakul Pal	80
14.	Rangamati GP	138814590	Paresh Majumder,	Lt Jatra Mohan Majumder	88
15.	Birganj GP	128605729	Bidhan das	Manto Das	53
16.	Birganj GP	129061793	Dilip das	Khatramohan Das	44
17.	Birganj GP	118172147	Dipak das	Krisna Kumar Das	7
18.	Birganj GP	128812134	Mani baladas	Lt Gobinda Das	59
19.	Birganj GP	128591086	Sefali sukla das	Bhusan Sukla Das	66
20.	Birganj GP	136014727	Small sudhindra	Sachiandra Sudhindra	46
21.	Birganj GP	128591118	Sunil das	Hemanta Das	34
22.	Paschim Dalak GP	142455564	Gopal Nama	Kulak Nama	46
23.	Paschim Dalak GP	105036740	Subash Paul	Sudhan Paul	15
24.	Paschim Dalak GP	128818247	Subash sarkar	Krishna Sarkar	18
25.	Paschim Dalak GP	124386246	Usha rani paul	Rakhal Paul	58
26.	Thakcharra GP	114764955	Potal paul	Lt-Nanda Komar Paul	42
27.	Burburia VC	140756592	Beti Kanya Jamatia	Ali Kumar Jamatia	141
28.	Burburia VC	139206811	Rana Bhakti Jamatia	Pradip Kumar Jamatia	148
29.	Burburia VC	138146716	Apan Guru Jamatia	Sakar Jamatia	156
30.	Burburia VC	137945411	Bipad Hari Jamatia	Lal Pada Jamatia	159
31.	Debbari GP	138961268	Ratish Das	Rameswar Das	39
32.	Natunbazar VC	136871000	Kalil Sahani	Harihar Sahani	56
33.	Mailak GP	139931614	Arun Das Choudhury	Lt Ramendra Das Choudhoury	33

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
অমরপুর আর.ডি. ব্লক
গোমতী জেলা

ICA/D-453/23

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

জনজাতি এলাকার উন্নয়ন সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। রাজ্যে রূপায়িত সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির কাজ গুনমান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। প্রকল্প রূপায়নকারী দপ্তরগুলিকে এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করতে হবে। বর্তমান রাজ্য সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে সরকার পরিচালনায় বিশ্বাসী। রাজ্য সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করে রাজ্যকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। আজ ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের প্রথম রাজ্যস্তরীয় দিশা কমিটির সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই সভায় কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, বিধায়ক স্বপা মজমদার, বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা উপস্থিত থেকে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। সভায় রাজ্যে রূপায়িত কেন্দ্রীয় সহায়ক প্রকল্পগুলির বর্তমান অবস্থা, অগ্রগতি, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও নতুন উদ্যোগসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধান সচিব ও সচিবগণ রাজ্যে চলমান কেন্দ্রীয় সহায়ক প্রকল্প সমূহের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণে সচেষ্ট রয়েছে। জনজাতি এলাকার উন্নয়ন সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বসবাসকারী মানুষের সার্বিক উন্নয়নে আরও বেশী করে প্রকল্প সমূহের সুফল পৌঁছে দিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে বলিষ্ঠ ভুমিকা নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে রূপায়িত কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি দপ্তরের আধিকারিকদের সরজমিনে পরিদর্শন করে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মতামত জানানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, প্রকল্পসমূহ রূপায়ণে কোন ধরণের সমস্যা হলে তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করে এগিয়ে যেতে হবে। প্রতি ১০০ দিন অন্তর সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান জনসমক্ষে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

সভায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক রাজ্যে রূপায়িত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির কাজ দ্রততার সাথে নির্দিষ্ট সময়ে মধ্যে শেষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আলোচনায় বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, ন্যাচারেল ফার্মিং, জলসেচ প্রকল্পগুলি সচল রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিদের উদ্যোগ নিতে বলেন। সামাজিক ভাতা পেতে গিয়ে রাজ্যের মানুষ যাতে হয়রানির শিকার না হয় তারজন্য সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর এবং ব্যাঙ্কগুলিকে সমন্বয় রেখে কাজ করার পরামর্শ দেন তিনি।

সভায় এমজিএন রেগা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব ড. সন্দীপ আর রাঠোর বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের চলতি মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত রাজ্যে এমজিএন রেগায় ৭৫.৩৯ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) রাজ্যে ২ লক্ষ ১২ হাজার ৯৯টি ঘরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় গ্রমোন্নয়ন মন্ত্রক চলতি বছরের ২৯ মে অতিরিক্ত আরও ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৬৯৫টি ঘর রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করেছে। এরমধ্যে চলতি মাসের ২১ তারিখ পর্যন্ত ১ লক্ষ ১২ হাজার ৮০০টি ঘর ম'র করা হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রুরবান মিশনে রাজ্যের ৭টি রুরবান ক্লাস্টারে মোট ৪০০টি কাজের মধ্যে ২৩০টির কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। বাকীগুলির কাজ চলছে। সাংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনার অন্তর্গত রাজ্যের চিহ্নিত ১৩টি গ্রাম প'ায়েত ও ভিলেজ কমিটিতে ৭৪২টি কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩১১টি কাজ শেষ হয়েছে। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা - জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৪৮,৩৯৪টি স্বসহায়ক গোষ্ঠীতে মোট ৪,৪৪,৮৪১ গ্রামীণ মহিলা সদস্য রয়েছেন। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনায় ৪ হাজার ৯৭০ জন প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্তি পেয়েছেন। স্বচ্ছ ভারত মিশন - আরবান নিয়ে আলোচনায় নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং বলেন, রাজ্যের ২০টি নগর সংস্থাকে 'ওডিএফ'-এর স্বীক'তি দেওয়া হয়েছে। এই ২০টি নগর সংস্থার মধ্যে ৭টিকে ওডিএফ প্লাসেরও স্বীক'তি দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যে ৮৫টি সেকেণ্ডারি বর্জ্য পৃথকীকরণ কেন্দ্র ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে। তাছাড়া তিনি আমরুত ২.০, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা-১, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা-২ প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা-৩ রূপায়ণে রাজ্যের বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন। সচিব আরও জানান, রাজ্যে ৬টি জাতীয় সড়কের কাজ চলছে। এপ্রসঙ্গে সভায় এনএইচআইডিসিএল পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাজ্যে জাতীয় সড়কের উন্নয়নে এনএইচআইডিসিএলক্ষ্মএর ২৩টি প্রধান প্রকল্পের কাজের মধ্যে ৫টির কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। বাকীগুলির কাজ চলছে। সচিব জানান, জল জীবন মিশন রূপায়নে রাজ্যের ৬০.৪০ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারকে টেপের মাধ্যমে পানীয়জলের সংযোগের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। সভায় ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় ক'ষকদের কল্যাণে রাজ্যে রূপায়িত কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির বিস্তারিত তথ্য তুলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৬ জুন থেকে শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী খার্চি পূজা ও মেলা, প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন এলাকার বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। ছবি নিজস্ব।

আভাংছড়ায় বন দপ্তরের জমি থেকে উচ্ছেদ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ জুন।। আভাংছড়া এডিসি ভিলেজে অবৈধভাবে বনদপ্তরের জায়গা দখলকারীদের উচ্ছেদ করলো মহকুমা শাসক। ঘটনার বিবরনে জানাযায় জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রের সাঁচীরামবাড়ী এডিসি ভিলেজের আভাংছড়া এলাকায় টি এফ ডি পি সির রাবার বাগানের গাছকেটে অবৈধভাবে সরকারি জায়গা দখলকরে তিন জন ব্যক্তি ঘর নির্মানকরে। এইভাবে অবৈধভাবে দখলের বিষয়ে বনদপ্তরের উদ্দ্যোগে বাইখোড়া থানায় এক লিখিত মামলা দায়ের করেন। এই বিষয়ে শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের নিকট খবর দেওয়াহয়। ঘটনার খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় শান্তির বাজার মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য , ডি সি এম সপ্তপর্নী মজুমদার সহ অন্যান্যরা। মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অবৈধভাবে নির্মানকরা ঘরগুলি উচ্ছেদকরে। তারপাশাপি অবৈধভাবে ঘর নির্মানকারী তিনজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় বাইখোড়া থানার পুলিশ। আজকের এই অভিযান সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান শান্তির বাজার মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য।

বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের উপর আক্রমণকারীদের ছাড়া হবে না ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। কল্যাণপুরে ভেঙ্গে পড়া বিদ্যুৎ পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখতে গিয়ে আক্রান্ত বিদ্যুৎ কর্মীর পাশে দাঁড়িয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি জানিয়েছেন পরিষেবা সংক্রান্ত কোথাও গাফিলতির ঘটনা ঘটলে যথাযথ জায়গায় এ ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে পারেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু তাই বলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু রাখতে যাওয়া কর্মীর উপর আক্রমণ ঘটানো হবে, তা কোনভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।এক্ষেত্রে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।গ্রামের মানুষকেও বিদ্যুৎ কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এদিকে তেলিয়ামুড়ার এসডিপিও প্রসুন ত্রিপুরা জানিয়েছেন ,অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পুলিশ সর্বোচ্চ প্রয়াস চালাচ্ছে। উল্লেখ্য, দমকল, এম্বুলেন্স আর বিদ্যুৎ তিনটি ক্ষেত্রই জরুরী কালীন, অত্যাবশ্যকীয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে জীবনদায়ী। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও এই তিন ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত কর্মী আধিকারিকেরা যুঝে চলেন কখনো প্রকৃতির সঙ্গে, কখনোবা মনুষ্য সৃষ্ট কৃত্রিম পরিস্থিতির সঙ্গে। বিভিন্ন সময়েই এই তিনটি জরুরীকালীন পরিষেবা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত লোকজনদের ওপর একশ্রেণীর উশৃংখল দুর্বৃত্তের আক্রোশ নেমে এসে সার্বিক পরিস্থিতিকেই বিষিয়ে দিয়ে কার্যত গোটা সমাজের জন্যই এক বিষম পরিস্থিতির সৃষ্টি করে চলে। যার কুফল ভোগ করতে হয় গোটা এলাকার সাধারণ মানুষকে। এমনই এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এখন কল্যাণপুরের দ্বারিকাপুর পঞ্চায়েতের অধীন বাগান বাজার এলাকায়। তীব্র প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাঝেও বিদ্যুৎ নিগমের কল্যাণপুরস্থিত কার্যালয়ের কর্মী আধিকারিকরা বিদ্যুৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজে আপ্রান লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একের পর এক বিদ্যুৎ পরিবাহী ক্ষেত্রে বিপর্যয়, খুঁটি ভেঙ্গে পড়া, ট্রান্সফর্মার পুড়ে যাওয়ার ঘটনায় অসম্ভব চেষ্টা সত্ত্বেও দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা তৈরি হচ্ছিল বারবার। কল্যানপুর থেকে বিদ্যুৎ নিগমের কর্মী অভিজিৎ বিশ্বাস ঝড়-বাদল মাথায় নিয়ে দ্বারিকাপুর পঞ্চায়েতের বাগান বাজারে পৌঁছাতেই দুর্বৃত্তরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। জরুরী পরিষেবায় নিয়োজিত থাকা বিদ্যুৎ নিগমের কার্যকারী কর্মী অভিজিৎ বিশ্বাসকে বেধড়ক পেটানো হয় গ্রামের মাঝে। ফলে বিদ্যুৎ সংযোগ স্বাভাবিক করার বদলে কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে ফেরেন তিনি। পরবর্তী সময় চিহ্নিত হওয়া বাগান বাজারের ভূটু শীল নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কল্যাণপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে স্থানীয় বিদ্যুৎ নিগম কার্যালয়ের তরফে। পুলিশ আইনগত ব্যবস্থা নিলেও আতঙ্কিত বিদ্যুৎকর্মীরা এখন আর গ্রামমুখো হতে চাইছেন না প্রাণ সংশয় এর কারণে। এরপর আবার বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের অভয় দেওয়ার বদলে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বসেন গ্রামবাসীরা। যদিও পরে পুলিশের সহযোগিতায় বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা দীর্ঘ সময় লড়াই চালিয়ে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে দেন। কিন্তু তীব্র প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষ যখন ঘরে থাকেন, নিরাপদ আশ্রয়ে থাকেন অন্যান্য সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত কর্মীরাও, সেই সময়ে বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা ঝড়-বাদল মাথায় নিয়ে ময়দানে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ কর্মীদের উপরে যদি আক্রমণ নেমে আসে তাহলে তারা আতঙ্কের কারণেই ময়দানে না নামলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির আর সীমা পরিসীমা থাকবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাইখোলা বাজারে তামাক বিরোধী অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২২ জুন।। তামাকমুক্ত যুব অভিযানের অংশ হিসেবে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের তত্ত্বাবধানে পাইখোলা বাজার এবং পশ্চিম পাইখোলা বাজারে আজ একটি কার্যকর অভিযান পরিচালনা করা হয়। স্বাস্থ্য বিভাগ এবং বিলোনিয়া থানার যৌথ অভিযানে তামাক আইনের ধারা ৬(বি) অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে তামাক বিক্রি নিষিদ্ধ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। অভিযানে ১০ জন তামাক বিক্রেতা দোকানদারকে জরিমানা করা হয় এবং ১৯০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। চিফ মেডিকেল অফিসার ডাঃ সুব্রত দাস বলেন, তামাক আইন সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অবহিত করাই এই ক্যাম্পেইনের মূল লক্ষ্য। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ইন্সপেক্টিং অফিসার অফ ড্রাগ আদিত্য প্রকাশ চাকমা, নোডাল অফিসার ডা: অলোক দাস, জেলা পরামর্শক অরিজিৎ দাস ও চিরঞ্জীব দত্ত, সিএইচও।

সিপিএম-কংগ্রেস ছেড়ে ২৭৬ পরিবারের প্রায় ৭০০ ভোটার সামিল হলেন বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ জুন।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় সিপিএম ও কংগ্রেসের ঘরে ধ্বস নেমেছে। জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে ওই দুই দল ছেড়ে ২৭৬ পরিবারের প্রায় ৭০০ ভোটার আজ বিজেপি-তে সামিল হয়েছেন। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য এদিন তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বরণ করেছেন। এই যোগদান সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া, মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, এমডিসি বিদ্যুত দেববর্মা সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ।

প্রসঙ্গত, তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে জোলাইবাড়ি কেন্দ্র বামেদের হাতছাড়া হয়েছে। বিজেপি জোট শরিক দল আইপিএফটির শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া ওই কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হয়ে বর্তমানের মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই জোলাইবাড়ি কেন্দ্রে বিরোধীদের দুর্বল করার লক্ষ্যে জোর চেষ্টা শুরু করেছেন শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া এবং মন্ডল সভাপতি সমঞ্জয় ত্রিপুরা।

আজ তাতে সাফল্য মিলেছে। এদিন সিপিএম ও কংগ্রেস ছেড়ে ২৭৬ পরিবারের প্রায় ৭০০ ভোটার বিজেপির পতাকা তলে সামিল হয়েছেন। এই যোগদান সভা শেষে অনুষ্ঠিত হয়েছে আলোচনা সভা। সভায় সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। মূলত, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে।

গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন, অল্পতে রক্ষা পুরো বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ জুন।। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের রান্না করতে গিয়ে বিপত্তি। রান্নার এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আচমকা আগুন লেগে যাওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র এলাকা জুড়ে আতঙ্ক দেখা দেয়। ঘটনা মধ্যকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বালুছড়া এলাকায় বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়,, বালুছড়া এলাকার বাসিন্দ জমিদার দেবের বাড়িতে একটি শ্রদ্ধা অনুষ্ঠান চলছিল। সেই সময় তেলিয়ামুড়া থেকে একটি এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার উনার বাড়িতে আনা হয়েছিল রান্না করার জন্য। রান্নার কাজে ব্যবহার করার সময় আচমকা এই এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন লেগে যায়। এই ঘটনায় বাড়িতে উপস্থিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৬ থেকে শুরু ঐতিহ্যবাহী খার্চি পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। আগামী ২৬ জন থেকে শুরু হচ্ছে জাতির উপজাতির অন্যতম মিলন উৎসব খাটছে পূজা। খার্চি পূজা উপলক্ষে ১৪দেবতা বাড়িতে এখন চলেছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। নতুন সাজিয়ে তোলা হচ্ছে চৌদ্দ দেবতা মন্দির প্রাঙ্গন। ২৬ জুন থেকে শুরু হচ্ছে জাতি উপজাতির মিলনমেলা খার্চি মেলা ও উৎসব। প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। প্রস্তুতি খাতিয়ে দেখছেন এলাকার বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। তিনি জানান ,এ বছর মেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। তাছাড়া উপস্থিত থাকবেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। পাশাপাশি এ বছর থেকে শুরু হল দিব্যাঙ্গদের সম্মান প্রদর্শন ও কৃতি সংবর্ধনা। এই অনুষ্ঠানে থাকবেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে থাকবেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। গত বছর মিলন মেলায় প্রায় ২০ লক্ষ ভক্তবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছিলেন এ বছর দিন ভালো থাকলে এই রেকর্ড ভেঙ্গে যাবে বলে জানান তিনি। খার্চি মেলা ও উৎসবকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার জন্য তিনি সকলের সহযোগিতা আহবান করেছেন।

ককবরক ভাষায় রোমান হরফের ব্যবহার, ২৪ জুন গণডেপুটেশনে মিলিত হবে তিপরা ওমেন ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। ককবরক ভাষায় রোমান হরফের ব্যবহারের দাবিতে আগামী ২৪ জুন রাজ্যপালের নিকট গণডেপুটেশনে মিলিত হবে তিপরা ওমেন ফেডারেশন (টিডাব্লিউএফ)। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন সংগঠনের নেত্রী। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা সমস্ত জনজাতি অংশের মহিলাদের গণডেপুটেশনে মিলিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।সংগঠনের জনৈক নেত্রী জানিয়েছেন, ১৯৬৮ সাল থেকে ত্রিপুরার জনজাতিদের স্বার্থে ককবরক ভাষায় রোমান হরফের ব্যবহারের দাবি জানাচ্ছে তিপরা মহিলা সংগঠন। কিন্তু দাবি পূরনে সরকার কর্ণপাত করছে না। ফলে ওই দাবিতে আন্দোলন জারি রয়েছে।

তিনি আরো জানিয়েছেন, ককবরক ভাষায় রোমান হরফের ব্যবহারের দাবিতে আগামী ২৪ জুন রাজ্যপালের নিকট গণডেপুটেশনে মিলিত হবে তিপরা মহিলা সংগঠন। ওইদিন রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের সামনে থেকে সংগঠনের ১২টি জেলার মহিলা সদস্যরা মিছিল করে রাজভবনের উদ্দেশ্য রওয়ানা দেবেন।সাথে তিনি যোগ করেন, ২৪ জুন রাজভবন অভিযানে প্রশাসনের অনুমতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এখন অনুমতি দেওয়া সম্পূর্ণ প্রশাসনের এক্তিয়ার। পাশাপাশি সংগঠনের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা সমস্ত জনজাতি অংশের মহিলাদের গণডেপুটেশনে মিলিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

আগরতলায় আশ্রম চৌমুহনীতে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে এক বাইক আরোহী। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাড়িটিও। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যে শাস্ত্রীয় উৎসবের আয়োজন করা হবে ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। রাজ্যে শাস্ত্রীয় সংস্কৃতির বিকাশে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের উদ্যোগে শাস্ত্রীয় উৎসবের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও রাজ্যের লেখক ও কবিদের উৎসাহিত করতে রাজ্যে আগামী দিনে সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। লোকসংস্কৃতির বিকাশে রাজ্যের লোককলা কেন্দ্রগুলিতে বাদ্যযন্ত্র বিতরণ করা হবে। আজ সচিবালয়ে প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী এই সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে সচিব আরও জানান, আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসাবে আগামী জলাই-আগষ্ট মাসে রাজ্যের ৭৫টি সীমান্ত গ্রামে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব জানিয়েছেন, অ্যাক্রিডেটেশন কার্ড প্রাপ্ত রাজ্যের কোন সাংবাদিকের দূর্ঘটনায় মৃত্যু হলে তার উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাধ্যমে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা করে পারিবারিক পেনশন দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে একটি পরিবার এই পেনশন পাচ্ছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সাফল্য ও আগামীদিনের পরিকল্পনা সর্ম্পকে জানাতে গিয়ে সচিব বলেন, রাজ্য সরকারের তথ্য ও বক্তব্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের মতামত জানাই হচ্ছে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ। পাশাপাশি রাজ্যের সাংস্ক'তিক ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নের লক্ষ্যেও দপ্তর নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে দপ্তরের বিভিন্ন শাখার সাফল্যের চিত্র তুলে ধরে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব জানান, বর্তমানে সরকারি প্রেস রিলিজ বাংলা, ককবরক, ইংরেজি-এই তিনটি ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। দপ্তরের অধীনে অনুমোদিত রাজ্যে বর্তমানে ৭৪টি প্রিন্ট, ২৭ টি ইলেকট্রনিক্স, ৩২ টি ওয়েব মিডিয়া রয়েছে। বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকদের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৮৯১টি প্রেস জ্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে।দপ্তরের মাধ্যমে আগরতলা সহ বিভিন্ন জেলায় ১৫টি ডিসপ্লে বোর্ড/এল ই ডি ীন বোর্ড বসানো হয়েছে।এছাড়া আরও ৬টি ডিসপ্লে বোর্ড বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে দপ্তর। এই এল ই ডি ীনগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সরাসরি সম্পচার করা হচ্ছে। সচিব সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর ইতিমধ্যেই বিভিন্ন নতুন নীতি ও নিদের্শিকা যেমন- ত্রিপুরা বিজ্ঞাপন নীতি-২০২১, ত্রিপুরা মিডিয়া রিপ্রেজেনটেটিভ অ্যাক্রিডিটেশন গাইড লাইন-২০২০, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পেনশন স্কিম-২০২১, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট হেলথ ইন্সরেন্স স্কিম-২০২২ চালু করেছে। ত্রিপুরা মিডিয়া রিপ্রেজেনটেটিভ অ্যাক্রিডিটেশন গাইড লাইন-২০২০ অনুসারে এখন পর্যন্ত রাজ্যের ৩৬৩জন সাংবাদিককে অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রদান করা হয়েছে। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পেনশন স্কিম-২০২১ অনুসারে অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের মাসিক পেনশন ১০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের ৫ জন অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক এই পেনশনের সুবিধা পাচ্ছেন। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট হেলথ ইন্সরেন্স স্কিম-২০২২ রূপায়নের জন্য ন্যাশনাল ইন্সরেন্স কোম্পানি লিমিটেডকে নির্বাচন করা হয়েছে। সচিব জানান, এই স্কিমে বীমার প্রিমিয়ামের ৮০ শতাংশ রাজ্য সরকার এবং ২০ শতাংশ সাংবাদিক বহন করবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সচিব জানান, বিজ্ঞাপনের জন্য বাজেট বরাদ্দ ২০১৮ সালের ৩ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০২৩ সালে ১৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দপ্তরের সাংস্কৃতিক ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ৪৬১টি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এর মধ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অম্বাবুচী উপলক্ষে লক্ষ্মীনারায় মন্দিরের সামনে মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। অম্বুবাচী উপলক্ষে রাজধানীর আগরতলা শহরের লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি সহ অন্যান্য মন্দিরগুলি সেজে উঠতে শুরু করেছে। লক্ষীনারায়ণ বাড়ির সামনে চারদিন ব্যাপী মেলারও আয়োজন করা হয়েছে। অম্বুবাচী উপলক্ষে শুক্রবার সকাল থেকেই লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির মন্দির সহ অন্যান্য মন্দিরগুলিতে মা-বোনদের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হবে। এজন্য মন্দির গুলিতে যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। অম্বুবাচী উপলক্ষে অন্যান্য বছরের মত এবছরও লক্ষীনারায়ণ বাড়ির সামনে মেলার আয়োজন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই দোকানিরা বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী নিয়ে মেলায় আসতে শুরু করেছেন। চারদিন ব্যাপী এই মেলায় বিপুল জনসমাগম হয়। লক্ষীনারায়ণ বাড়ির সামনে অম্বাবুচি উপলক্ষে এই মেলা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। মেলা শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য ,সূর্য যে সময়ে মিথুন রাশিতে গমন করে, তার পরবর্তী সেই বারের সেই কালে অম্বুবাচী হয়। অর্থাৎ, পৃথিবী এই সময়ে ঋতুমতী হন। এই সময়ে ধরিত্রী মাকে ঋতুমতী হিসাবে কল্পনা করা হয়। অম্বুবাচী তিথি তন্ত্র-মন্ত্র নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শাস্ত্র অনুসারে এমন কিছু কাজ রয়েছে, যা অম্বুবাচীর সময়ে মেনে চলা উচিত।'অম্বুবাচীর তিন দিন পর্যন্ত কোনও রকমের মাঙ্গলিক কার্য করা যায় না।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।